খণ্ড ৭, সংখ্যা ০১

জুলাই ১-১৫, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

Follow Us @NISPIBIndia

বিচার ব্যবস্থার সরলীকরণের এক যুগ

নতুন আইন - নতুন আস্থা

একটি নাগরিক কেন্দ্রিক বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা,
এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম কার্যকর করার গৌরবোজ্জ্বল দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি

For e-copy

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এক পরম্পরাকে সম্মান | ৬ জুলাই জন্মবার্ষিকী

জাতীয় ঐক্য, সংহতি এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের পথপ্রদর্শক

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনায় 'ভারত মাতা'র গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভারতের উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ভারতের ঐক্যের জন্য নিরলস সাহসী এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। দেশের ঐক্য ও সংহতিকেই তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। উত্তরে কাশ্মীর থেকে পূর্বে বাংলা- দেশের ভূখণ্ডের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। জম্মু-কাশ্মীরে 'দুই প্রধানমন্ত্রী, দুই সংবিধান এবং দুই পতাকা' নীতির অপসারণের জন্য তিনি সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগ দেশের জনগণকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে।

"দেশের অমর সন্তান, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। দেশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য এবং গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। একটি উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গঠনে তাঁর আদর্শ ও নীতি অনুকরনযোগ্য হয়ে থাকবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৭, সংখ্যা ০১ | জুলাই ১-১৫, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

প্রবীণ আলঙ্কারিক
ফুলচাঁদ তিওয়ারি

পত্রিকার অলঙ্করণ করেছেন
অভয় গুপ্ত
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পাতায়

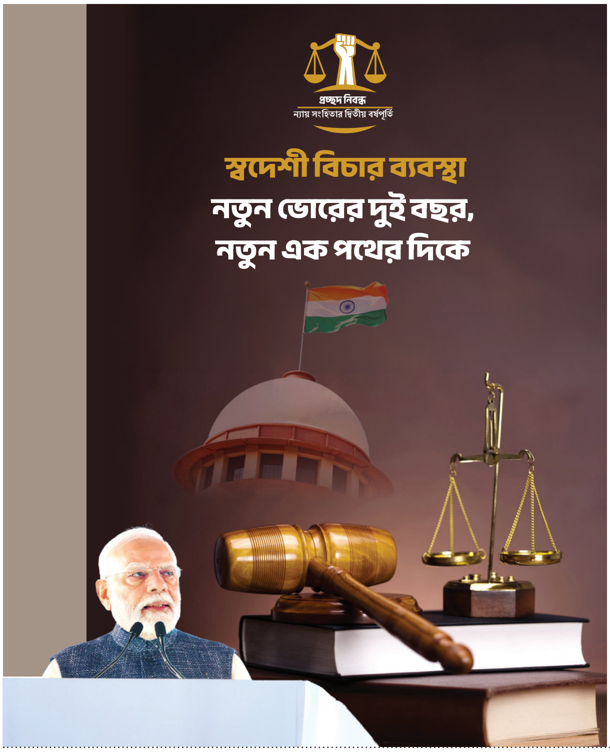

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ছায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে ভারত একবিংশ শতাব্দীতে নিজের আইন কার্যকর করেছে। ফলস্বরূপ নাগরিক, পুলিশ অথবা আদালত- প্রত্যেকটি জায়গায় বিচার ব্যবস্থায় গত ২ বছরে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতের জনগণ দেশীয় এক বিচার ব্যবস্থার নতুন যুগের প্রত্যক্ষ করেছেন।...... |১৪-২৩

ভারতের সর্বোচ্চ সময়কালে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী

দেশ গঠনের জন্য
অবিচল অধ্যবসায়, সাহস ও পরিসেবার প্রতীক
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া ১২ বছর ধরে উন্নয়ন যজ্ঞের মাধ্যমে নতুন এক যুগের সূচনা হয়েছে। |৬-১০

ঐতিহাসিক নেতৃত্ব, নতুন ভারতের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ক্ষমতাশালী ভারত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের সর্বোচ্চ সময়কালের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। |১১-১২

সংবাদ একনজরে |৪-৫

পরিকাঠামোর উন্নয়নে নতুন পদক্ষেপ, আমেদাবাদ মেট্রো প্রকল্পের অনুমোদন
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত |১৩

দক্ষ ভারত গড়ে তোলার পথে শক্তিশালী এক পদক্ষেপ
দক্ষতা বিকাশের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের ক্ষমতায়ন। |২৬-২৭

প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবর্তনের নতুন যুগ
ফ্ল্যাগশিপ : ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির ১১ বছর |২৮-৩০

নতুন ভারতের কর্মীগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন
৫৬ লক্ষ কর্মী পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার আওতায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। |৩১

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের নতুন অধ্যায়
সুরাট-দমনে ২৩০০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস। |৩২-৩৪

শৌর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন...
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ৫১ জন সাহসী ব্যক্তিত্বকে সম্মান প্রদর্শন। |৩৫

ভারতের উন্নয়ন যাত্রা সমগ্র বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করছে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিচালন পরিষদের বৈঠকে পৌরোহিত্য করেছেন। |৩৬-৩৭

ব্যক্তিত্ব : গুলঝারি লাল নন্দ
সংকটের সময়ে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। |৩৮

'বিকশিত ভারত'-২০২৬-এর ১ জুলাই থেকে 'জি-রাম-জি' প্রকল্পের সূচনা

বর্তমানে ভারতের গ্রামাঞ্চলে ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চিত সংস্থান

'জি-রাম-জি' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি পরিবারের যেসব প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য ১২৫ দিনের কাজের সংস্থান করা হয়েছে। প্রত্যেক অর্থবর্ষে ১২৫ দিনের ভাতা তাঁরা পাবেন। |২৪-২৫

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং: DELENG/2020/78811

সম্পাদকীয়...

নতুন আইন, নতুন দিশা

বিচার বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার নতুন অধ্যায়

অনেক শুভেচ্ছা!

আজ সারাদেশ 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা সকলেই 'পঞ্চ পণ' গ্রহণ করেছি। তার একটি হল ঔপনিবেশিক মনোভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করা এবং ভারতীয়ত্বে জারিত স্বনির্ভর দেশ গড়ে তোলা। সেজন্য ২০২৪-এর ১ জুলাই সরকার ভারতীয় বিচারধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তিনটি নতুন আইন কার্যকর করেছে। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের বিধি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম জায়গা নিয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধি(১৮৬০), কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (১৮৯৮) এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট (১৮৭২)-এর। নতুন আইনগুলির লক্ষ্য হল, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবম মানবাধিকার নিশ্চিত করা। আরও স্বচ্ছ, দক্ষ এবং সমকালীন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচার প্রণালী গড়ে তুলতে চায় সরকার। এই আইনগুলিতে সাইবার অপরাধ ও সংগঠিত অপরাধের মোকাবিলার সংস্থান রয়েছে। বিগত দুবছরে এই তিনটি আইন বিচার পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের আরও নাগালে নিয়ে এসেছে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় এখন ভারতীয় ভাবধারা প্রতিফলিত। এই দুবছরের যাত্রা নিয়েই বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ।

ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন গুলজারি লাল নন্দ-এর কথা। তিনি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া এবং বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা নিয়েও লেখা রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, নীতি আয়োগের পরিচালন পর্ষদে বৈঠক এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষকালব্যপী কর্মসূচি নিয়েও এই সংখ্যায় আলোকপাত করা হয়েছে।

শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর উদ্দেশে। ৬ই জুলাই তাঁর জন্মবার্ষিকী।১০০-তম রামসার সাইট হিসেবে জয়প্রকাশ নারায়ণ বার্ড স্যাংচুয়ারির চিহ্নিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে চতুর্থ প্রচ্ছদে।

আপনার বক্তব্য ও মতামত জানাতে থাকুন।

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়ুন / ডাউনলোড করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠির বাক্স

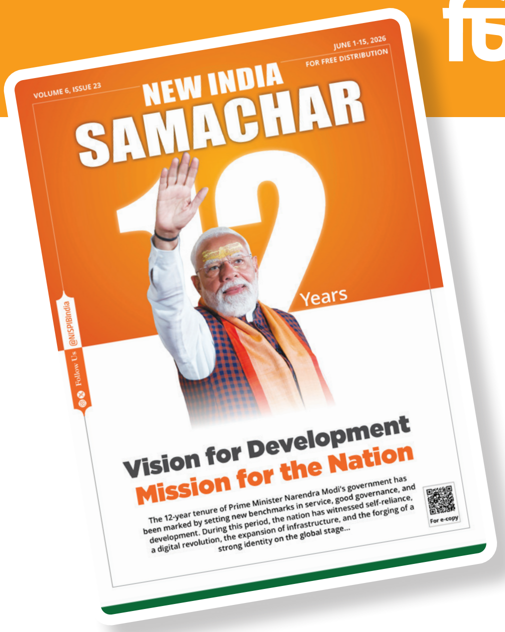

শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহায়ক একটি পত্রিকা

আগে আমি নিয়মিত পাঠক ছিলাম না। তবে, আমার শিক্ষকের নির্দেসে সম্প্রতি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের 'মে' সংখ্যাটি পড়লাম। শিক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এই পত্রিকা। ইউপিএসসি-র পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তথ্য থাকে এখানে। সরকারী চাকরির পরীক্ষায় আমি উপকৃত হয়েছি। ওই সংখ্যায় "স্বনির্ভর গোষ্ঠী" নিয়ে লেখা ছিল যা ইউপিএসসি-র পরীক্ষার বিষয় হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকাতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর যেভাবে লেখা হয় তাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের কাজে লাগে। আমি এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হবো স্থির করেছি এবং অন্যদেরও পড়তে বলবো।

বৈভব সোনি
Vaibhavsoni074@gmail.com

দেশের উন্নতি এবং সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকার ডিজিটাল সংস্করণগুলো পড়ে থাকি। এখানে দেশের বিকাশ ও সরকারের উদ্যোগ নিয়ে অনেক লেখা থাকে। ভালো লাগে আমার।

sachingour231@gmail.com

দেশের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' –এর সর্বশেষ সংস্করণে জনগণনা ২০২৭ নিয়েছিল প্রচ্ছদ নিবন্ধ। অনেক ধন্যবাদ। খুবই বিশদে এবং প্রাঞ্জলভাবে গোটা বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুমুদিনী লাখিয়া-কে নিয়ে লেখাটিও খুবই উপভোগ্য। এই ধরনের মানুষদের নিয়ে লেখার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমার সন্তানদেরও তাদের সম্পর্কে এবং দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাতে পারি এইসব লেখা পড়ে।

শিপ্রা আব্রাহাম
shipra.abraham@gmail.com

এই তথ্য সমৃদ্ধ পত্রিকা পড়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকি

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকাটির কন্নড় সংস্করণ পড়ি বাড়িতে বসে। তথ্য সমৃদ্ধ এই পত্রিকা, পড়তে ভালো লাগে। অনেক বিষয় জানতে ও বুঝতেও পারি। নিজেকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখতে পারি এই পত্রিকার মাধ্যমে।

কস্তুরী
rakeshla143@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নম্বর- ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩

ইমেল: **response-nis@pib.gov.in**

সংবাদ সংক্ষেপে

জোজিলা টানেল

ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সাফল্য

ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে একের পর এক সাফল্যের মাইলফলক পেরিয়ে যাচ্ছে ভারত। এদেশে সুড়ঙ্গ নির্মাণের বিষয়টি কেবলমাত্র পরিকাঠামোগত উন্নয়নই নয়, ভৌগোলিক নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়ে একদা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা জোরদার করার কাজও বটে। অটল টানেল, চন্দ্রভাগা সেতু, নতুন পাম্বান সেতু এবং বাইরাবি – সাইরাং রেল লাইনের পর ০৯ জুন এশিয়ার দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ জোজিলা টানেলের কাজে ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। এই সাফল্য কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, দৃঢ় এক প্রত্যয়ের বার্তা দেয়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের মধ্যে সবরকম আবহাওয়ায় সংযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা গেলে আঞ্চলিক বিকাশ, পর্যটন এবং বাণিজ্যের প্রসার তো ঘটবেই, পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নেও তা গুরুত্বপূর্ণ। সুড়ঙ্গটি পুরোপুরি চালু হলে সোনমার্গ ও মীনামার্গের মধ্যে ৩০ মিনিটে যাতায়াত করা যাবে, যেখানে আগে লাগতো দু'ঘন্টা। ১ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের বালতাল ও মীনামার্গের মধ্যে নির্মীয়মান এই টানেলের জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৬ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। ২৯০০ মিটার থেকে ৩৩১০ মিটার উচ্চতায় গড়ে তোলা হচ্ছে এই টানেল।

ভারতের সী ফুড রপ্তানীর মূল্যমান রেকর্ড ৭৪ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছল

বিশ্বের বাজারে অস্থিরতা সত্বেও ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষে ভারতের সী ফুড রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯.৭২ মেট্রিক টনে, যার মূল্যমান ৭৩,৮৯০.৪৬ কোটি টাকা। পরিমাণ এবং টাকার অঙ্ক দু'দিক থেকেই এটা নজির। ভারতের সী ফুডের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হ'ল – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। সী ফুড রপ্তানীর ৪০% হ'ল বরফে রাখা চিংড়ি। ২০২৫-২০২৬ এ এই পণ্য রপ্তানীর মূল্যমান দাঁড়িয়েছে ৪৯ হাজার কোটি টাকায়।

৩ কোটি লাখপতি দিদি'র লক্ষ্যমাত্রা পূরণ

দেশে ৩ কোটি লাখপতি দিদি (যে মহিলাদের আয় বছরে অন্তত ১ লক্ষ টাকা) তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। মিশন মোডে আরও ৩ কোটি লাখপতি দিদি তৈরি করতে চায় সরকার। গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার লাখপতি দিদি তৈরির উদ্যোগ নেয়। ৪.১১ কোটি মহিলাকে এজন্য প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান: যত্ন ও পরিচর্যার এক দশক

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের ১০ বছর পূর্ণ হ'ল। এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জে পি নাড্ডা ০৯ জুন "প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব সুরক্ষা অভিযানের ১০ বছর – যত্ন ও পরিচর্যার এক দশক" উদযাপন সমারোহের সূচনা করেন। ৭৫ টাকার একটি স্মারক মুদ্রা এবং ৫ টাকার একটি স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করা হয়। ২০১৬'র ০৯ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অভিযানের সূচনা করেন। এর লক্ষ্য প্রতি মাসের ০৯ তারিখ চিকিৎসকদের মাধ্যমে প্রসূতির স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। বিগত এক দশকে এরফলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা পেয়েছেন ৭.৫ কোটি প্রসূতি।

২০২৭ – এর পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন

জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩১ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত

২০২৭ – এর পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ৩১ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত। প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ – এর সাধারণতন্ত্র দিবসে। মনোনয়ন পেশ করা যাবে শুধুমাত্র অনলাইনে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস পোর্টাল (https://awards.gov.in) – এ। ১৯৫৪ সালে প্রথমবার পদ্ম সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা হয়। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, চিকিৎসা শাস্ত্র, সমাজ সেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জনসেবা, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃতীদের বেছে নেওয়া হয় এই সম্মানের জন্য। সরকার পদ্ম পুরস্কারকে "জনগণের পদ্ম" করে তুলতে চায় এবং সেজন্যই নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন ও সুপারিশ চাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বমনোনয়নও গ্রহণযোগ্য।

'ভব্য' পোর্টালের সূচনা

দেশে ১০০টি শিল্প পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ

ভারত উদ্যোগিক বিকাশ যোজনা জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে সূচনা হ'ল 'বিএইচএভিওয়াইএ' পোর্টালের। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকারগুলি নিজেদের চাহিদা, জমির প্রাপ্যতা, বিনিয়োগকারীর সদিচ্ছা এবং আঞ্চলিক সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন পেশ করতে পারবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানে গতি আনার লক্ষ্যে সারা দেশে ১০০টি শিল্প পার্ক গড়ে তোলায় উদ্যোগী সরকার। পাহাড়ি এলাকায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই পার্কগুলির পরিসর হবে ২৫ একর। মাঝামাঝি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ১০০-৫০০ একর জমির উপর এই পার্ক গড়ে উঠবে। বড় শহরের কাছে ১০০০ হেক্টর পর্যন্ত জমিতে গড়ে তোলা যাবে এই ধরনের পার্ক।

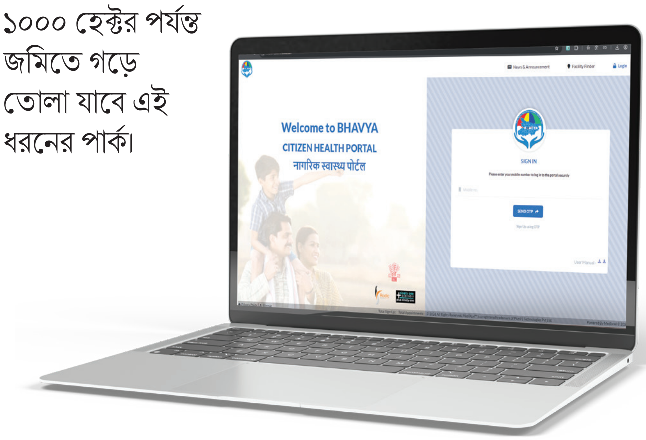

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সেবা, সাহস ও দেশ-নির্মাণে অবিচল নিষ্ঠার প্রতীক

১০ জুন ২০২৬ দিনটি ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রয়েছে। "দেশ সর্বাগ্রে" চেতনার মাধ্যমে চালিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরলস যাত্রা আজ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই ঐতিহাসিক দিনটিতে ৪,৩৯৯ দিন দায়িত্ব সম্পন্ন করে তিনি ভারতের দীর্ঘতম সময়ের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন।

আগে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই মাইলফলক অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৩ মে, ১৯৫২ থেকে ২৭ মে, ১৯৬৪ পর্যন্ত মোট ৪,৩৯৮ দিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর রেকর্ড শুধুমাত্র দিনের হিসেবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটি হল, ভারতের কৃষক, শ্রমিক, তরুণ, মহিলা এবং সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের তাঁদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর আস্থা ও অটল বিশ্বাসের সাক্ষ্য।

অগ্রগতির পথে যাত্রায় ১২ বছরের এই উন্নয়ন যাত্রা একটি নির্ণায়ক যুগ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সাফল্যের প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি প্রস্তাব পাশ করে বলেছে যে, তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে স্ব-নির্ভর, সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ এবং গৌরবময় দেশ হিসেবে ভারত নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। অন্যদিকে ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত দেশ হয়ে ওঠার পথ শক্তিশালী হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রস্তাব

আজ ১০ জুন, ২০২৬ দিনটি ভারতীয় গণতন্ত্রের যাত্রায় এক ঐতিহাসিক ও প্রেরণাদায়ক মাইলফলক হয়ে উঠেছে। আজ শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি দেশের দীর্ঘতম সময়ের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। একটানা ৪,৩৯৯ দিনের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নজির গড়েছেন - স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেন তিনি। এর আগে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত একটানা ৪৩৯৮ দিন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রী জহরলাল নেহরু।

এই সাফল্য ভারতের গণতান্ত্রিক সচেতনতা, মানুষের আস্থা এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছে। যখন একজন জনপ্রতিনিধি 'দেশ সর্বাগ্রে'র অঙ্গীকার নিয়ে চলেন, যখন তিনি সত্য, অখণ্ডতা, কঠিন শ্রম, সততা এবং ন্যায় পরায়ণতাকে তাঁর জীবনের পথ প্রদর্শনকারী নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মানুষের সেবার প্রতি অবিচল থাকেন - তখন মানুষ তাঁর ওপর নজিরবিহীন সমর্থনের আকারে তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। আজকের ঐতিহাসিক মুহূর্তটি সেই একই জনতার আশীর্বাদের একটি প্রতিফলন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। ১০ জুন, ২০২৬-এ এই ঐতিহাসিক মাইলফলকের সঙ্গে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের সমাপতন ঘটেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ১২ বছর পূর্ণ করেছে। সরকারের প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টানা ২৫ বছরের দায়িত্ব পালনের ঐতিহাসিক মাইলফলকও প্রায় অতিক্রম করেছেন। এখানে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, ৬ দশক পর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকারকে পর পর ৩ বার নির্বাচিত করেছে দেশ। আমরা গর্বিত যে, আমাদের নেতৃত্ব এমন একজন সক্ষম ব্যক্তির হাতে রয়েছে, যাঁর মধ্যে রয়েছে, সংবেদনশীলতা, সংযম, সদিচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন সেবা, সাহস এবং দেশ গড়ার সাধনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। সংগঠনের কর্মী হিসেবে ব্যাপক অভিজ্ঞতার কারণে বাস্তবকে উপলব্ধি করা এবং তারপর একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতিকে আরও সংবেদনশীল, বাস্তবমুখী এবং ফলপ্রসূ করে তুলেছেন।

২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর সংসদের সেন্ট্রাল হলে তিনি নিজেকে "প্রধান সেবক" হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশের সংবিধানকে তিনি পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তাঁর সরকার গরিবদের প্রতি উৎসর্গীকৃত।

বিগত ১২ বছরে ভারতে মহিলা-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে এক নতুন যুগের সূচনা

তাঁর নেতৃত্বে সরকার নীতির ক্ষেত্রে মহিলাদের ধারাবাহিকভাবে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। শৌচালয়ের সুযোগ-সুবিধা, ধোঁয়া-মুক্ত হেঁশেল, গর্ভাবস্থায় আর্থিক সহায়তা, মুদ্রা যোজনা, মহিলাদের নামে পিএম আবাস, লাখপতি দিদি অভিযান, যাই হোক না কেন, জন্ম থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মহিলাদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের নীতি নির্ধারণে তাঁদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো হয়েছে।

সবকা সাথ, সবকা বিকাশ-এর মন্ত্রকে সরকারের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে গত ১২ বছরে এইসব অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত গরিব কল্যাণকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। এই প্রথম পাকা বাড়ি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সংযোগ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচাগার প্রভৃতির মতো সুযোগ-সুবিধাকে দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম কোটি কোটি মানুষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পেরেছেন, যা কোনও মধ্যস্বত্বভোগীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই সরাসরি সরকারি সহায়তা গ্রহণে সক্ষম করে তুলেছে। এই প্রথম ৮০ কোটির বেশি নাগরিক বিনামূল্যে রেশনের সুবিধা পাচ্ছেন এবং এই প্রথম ৬০ কোটি মানুষ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিখরচায় চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন। এইসব পদক্ষেপ মানুষের মনে আস্থা বাড়িয়েছে এবং এই বিশ্বাস গড়ে তুলেছে যে, তাঁরা মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারেন। এর ফলে ২৫ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার ওপরে উঠে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে, যুব শক্তিই ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাঁর নেতৃত্বে দক্ষতা উন্নয়ন, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, উদ্ভাবন, ডিজিটাল অর্থনীতি, ক্রীড়া, শিল্পোদ্যোগ এবং ফিটনেসের ওপর নজিরবিহীন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গত ১২ বছরে স্টার্টআপ পরিমণ্ডলে ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হয়ে উঠেছে এবং এখন আমাদের দেশ ক্রীড়াক্ষেত্রেও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। মিশন চন্দ্রযানের আওতায় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে তেরঙ্গা উত্তোলনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশ্বে নিজের সক্ষমতা তুলে ধরেছে ভারত। প্রধানমন্ত্রীর 'বিকশিত ভারত' (উন্নত ভারত)-এর অন্যতম মূল স্তম্ভ হলেন আমাদের কৃষকরা। বিগত ১২ বছরে কৃষকদের বিভিন্ন প্রজাতির নতুন বীজ প্রদান, বহু অসম্পূর্ণ সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ করা, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রদান, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি এবং সরকারি সংগ্রহ বৃদ্ধির মতো বহু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র চাষি, পশুপালক এবং মৎসজীবীদের জন্য নজিরবিহীন কাজ করা হয়েছে।

পশুপালক এবং মৎসজীবীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় আনার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। আজ ভারতের কৃষি রপ্তানি ২০১৪ সালের ২ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার কোটিতে পৌঁছেছে। আজ ভারতের কৃষি রপ্তানি ৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কৃষক কল্যাণ-সংক্রান্ত নীতির সাফল্যের ছাপ এতে স্পষ্ট।

'দেশ সর্বাগ্রে' চেতনার মাধ্যমে চালিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কখনও দ্বিধাবোধ করেননি। সেই কারণে দশকের পর দশক ধরে পড়ে থাকা সিদ্ধান্ত এবং সংস্কারের কাজ এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি, জিএসটি রূপায়ণ, ওআরওপি (এক পদ এক পেনশন) চালু, সিডিএস পদ সৃষ্টি, গরিবদের জন্য ১০% সংরক্ষণের ব্যবস্থা, শত্রু সম্পত্তি আইন কার্যকর করা, সিএএ প্রণয়ন করা, তিন তালাকের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন, ওয়াকফ আইন সংশোধন, পরমাণু ক্ষেত্রে সংস্কার আইন অনুমোদন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা রূপায়ণ এবং অসংখ্য শ্রম আইনকে ৪টি বিধিতে সংহত করা - এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ একজন নির্ণায়ক নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি তৈরি করেছে।

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নতুন মাত্রা এনেছেন, একে এক নয়া উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কৃতিত্ব পুরোপুরি তাঁর। এই প্রথম সীমান্তের ওপারে জঙ্গি শিবির ধ্বংসে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালানো হয়। এই প্রথম সীমান্তের ওপারে আকাশ পথে হামলা চালানো হয়। এই প্রথম 'অপারেশন সিঁদুর'-এর আওতায় পাকিস্তানের লক্ষ্যস্থলে হামলা চালানো হয়, যা আগে অকল্পনীয় মনে করা হত। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসরণ করে কয়েক দশক আগে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল করে ভারত সরকার। এখন ভারতের জল ভারতের কৃষকদের কাছে উপযোগী হবে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত নকশালবাদকে পুরোপুরি নির্মূল করেছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলে বহু স্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা ওই অঞ্চলে নজিরবিহীন শান্তির পথ প্রশস্ত করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে দশকের পর দশক ধরে পড়ে থাকা সীমান্ত বিরোধেরও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত ভারত উন্নত দেশে পরিণত হতে পারবে না। এই প্রেরণা নিয়ে মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত অভিযানে গতি আনা হয়েছে। আজ উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারত নতুন রেকর্ড গড়ছে। প্রতিরক্ষা, বৈদ্যুতিন, অটোমোবাইল এবং ওষুধের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে রপ্তানি করা হচ্ছে। এছাড়া সেমিকন্ডাক্টর, পরিবেশ বান্ধব শক্তি, মহাকাশ প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও ভারত প্রশংসনীয় কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত জলবায়ু পরিবর্তন এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের সামনে এক দায়িত্বশীল এবং প্রেরণাদায়ক মডেল তুলে ধরেছে। আন্তর্জাতিক সৌর জোট, কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্সের মতো বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে ভারত। মিশন লাইফ এবং 'এক পেড় মা কে নাম' (একটি গাছ মায়ের নামে)-এর মতো গণ আন্দোলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবদানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। 'বৃষ্টির জল ধরুন' এবং অমৃত সরোবরের মতো অভিযান শুধুমাত্র জল সংরক্ষণেই সহায়তা করেনি, সেইসঙ্গে তরুণ প্রজন্মকে এই দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনও করে তুলেছে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকাও নজিরবিহীনভাবে মজবুত হয়েছে। বিশ্ব মঞ্চে ভারতের কণ্ঠস্বর নতুন মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে। জি২০-তে ভারতের সফল সভাপতিত্ব, গ্লোবাল সাউথের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে সরব হওয়া এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উদ্যোগে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা - আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের ফলে ১৭০টির বেশি দেশ একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষণাকে সমর্থন জানায়।

ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যকে একসঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এর ফলে ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনায় নবজাগরণ এসেছে। প্রধানমন্ত্রী দাসত্বের মানসিকতা থেকে দেশকে মুক্ত করার, জাতীয় গৌরব রক্ষা এবং ভারতীয় সভ্যতার পরম্পরা সম্পর্কে গর্বিত হওয়ার ডাক দিয়েছেন। আজ দেশ এর ফলও দেখতে পাচ্ছে। নতুন সংসদ ভবন, সেবা তীর্থ, কর্তব্যপথ এবং কর্তব্য ভবন, এ ধরনের বহু নির্মাণ নতুন ভারতের নতুন আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণের অংশগ্রহণকে পরিবর্তনের মাধ্যম করে তুলেছেন। স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান অথবা এলপিজি-তে ভর্তুকি প্রদানে উৎসাহ দান, যাই হোক না কেন, বিগত বছরগুলিতে এগুলি মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবর্তনের এই প্রেরণার কারণে করোনার মতো অতিমারির মোকাবিলা দেশ সফলভাবে করতে পেরেছে। এমনকি আজও ১৪০ কোটি দেশবাসী একসঙ্গে এক বড় বিশ্ব সঙ্কটের মোকাবিলা করছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও তুলে ধরেছে যে, বিগত ১২ বছর ধরে দেশের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব উন্নয়নের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন গতি এনেছে। বিগত বছরগুলিতে ভারতের পরিকাঠামোর পরিবর্তন এত দ্রুত গতিতে হয়েছে যে, তা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভারতের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব দেশের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও বিশ্বের লগ্নিকারীদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

গত ১২ বছর ধরে প্রশাসনে গতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা এবং নীতির ক্ষেত্রে দূরদর্শিতার জন্য বিশিষ্টতা অর্জন করেছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব। এর ফলে ভারত বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল প্রধান অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

১ এই ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

২ তাঁর নেতৃত্বে গরিব কল্যাণ এবং সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সম্পাদিত কার্যসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতির প্রশংসা, যাঁর নেতৃত্বে ২৫ কোটির বেশি মানুষ ভারতে দারিদ্রসীমার ওপরে উঠে এসেছেন।

৪ দেশের সেবায় তাঁর অতুলনীয় নিষ্ঠা ও নিরলস কঠোর শ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৫ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়ের লক্ষ্যে প্রয়াসের প্রশংসা।

৬ জাতীয় সুরক্ষা জোরদার করা এবং ভারতের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসা।

৭ উন্নত ভারত নির্মাণে তাঁর দূরদৃষ্টিমূলক অঙ্গীকার ও নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন।

এবং সেইসঙ্গে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আস্থা ব্যক্ত করে বলেছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে স্বনির্ভর, সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ এবং গর্বিত দেশ হিসেবে ভারত নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে তার পথকে শক্তিশালী করবে।

ঐতিহাসিক নেতৃত্ব, আন্তর্জাতিক প্রশংসা
নতুন ভারত, সশক্ত ভারত

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বদানে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের দীর্ঘতম সময়ের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন। এই স্মরণীয় মুহূর্তে তাঁর রূপান্তরমূলক প্রশাসন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সশক্ত ভারতের ভাবনা এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'গ্লোবাল সাউথ'-এর পক্ষে সরব হওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।

ভারতের দীর্ঘতম সময়ের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে অভিনন্দন বার্তা পেয়েছেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোপগে তাঁকে বন্ধু, ভাই এবং পথ প্রদর্শক আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করার অঙ্গীকার করেছেন।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম-ও এই ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। একে জনসেবায় তাঁর নিষ্ঠা ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, দ্বিপাক্ষিক বন্ধনকে শক্তিশালী করা এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে মালয়েশিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ।

নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনুবু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বলেছেন, পর পর ৩ বার নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাকে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের বার্তা দিচ্ছে। কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম সামোই রুতো-ও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এই ঐতিহাসিক মাইলফলকের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি রোমে তাঁদের মধ্যে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেন এবং দুই দেশ ও মানুষের স্বার্থে ভারত ও ইতালির মধ্যে বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন।

- দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জা-মায়ুং ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

- ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট্টে ফ্রেডরিকসেন গণতান্ত্রিকভাবে ভারতের দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডাউলাইডস ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি এই সাফল্যকে বছরের পর বছর ধরে নিরলস সেবা এবং নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

- গ্রিক প্রধানমন্ত্রী কারিয়াকোস মিৎসোতাকিস, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মার্জ এবং পাপুয়া নিউ গিনির প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপে-ও এই ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একজন “রোল মডেল এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী নেতা” হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

- ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-র প্রধানমন্ত্রী কমলা প্রসাদ বিসেসর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য কণ্ঠস্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

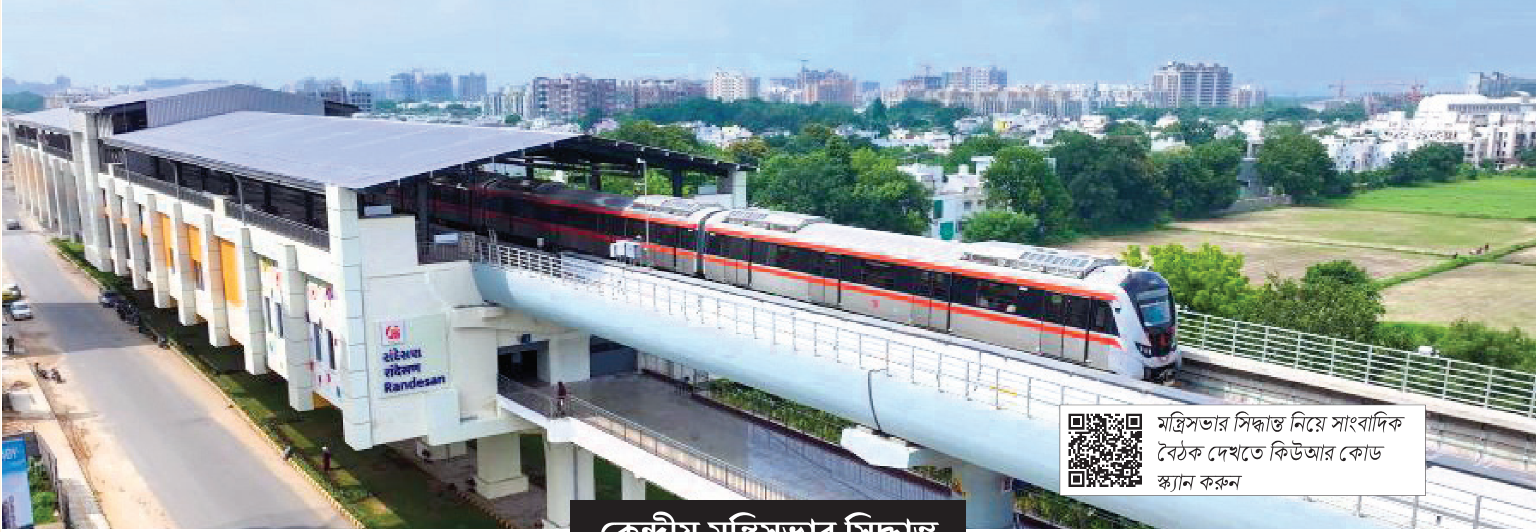

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে গতি

আহমেদাবাদ মেট্রো অনুমোদিত

এনডিএ সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১০ জুন অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে দেশের দীর্ঘতম সময়ের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। এছাড়া আহমেদাবাদ মেট্রো রেল প্রকল্পের সম্প্রসারণ সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ করানো হয়...

সিদ্ধান্ত : আহমেদাবাদ মেট্রো প্রকল্পের (কোটেশ্বর রোড থেকে বিমানবন্দর করিডর পর্যন্ত) পর্যায় ২এ অনুমোদন।

প্রভাব : এই করিডরের দৈর্ঘ্য হল ৬.০৩২ কিলোমিটার এবং ৫টি স্টেশন (৪টি এলিভেটেড এবং ১টি ভূগর্ভস্থ) রয়েছে। পর্যায় ২এ-র কাজ শেষ হওয়ার পর আহমেদাবাদ-গান্ধীনগর করিডরের মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়াবে ৭৭.৬২ কিলোমিটার। প্রকল্পের মোট খরচ ধরা হয়েছে ২,১৬৯.০৪ কোটি টাকা। এই করিডরের লক্ষ্য হল, বিমানবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলির সংযুক্তির মাধ্যমে গণপরিবহন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। এই প্রকল্পের ফলে যোগাযোগ উন্নত হবে, যানজট থেকে মুক্তি মিলবে, পরিবেশগত, আর্থিক অগ্রগতি এবং জীবনের গুণগত মানের উন্নতি ঘটবে।

সিদ্ধান্ত : অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী অমরাবতীতে জেনারেল পুল রেসিডেন্সিয়াল অ্যাকোমোডেশন (জিপিআরএ) নির্মাণে অনুমোদন।

প্রভাব : অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানীতে এটি হল প্রথম জিপিআরএ প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, পর্যাপ্ত বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের আর্থিক বোঝা লাঘব করা, সেইসূত্রে তাঁদের মনোবল বাড়ানো। এছাড়া কর্মস্থলের কাছাকাছি বাসস্থান হওয়ার ফলে কর্মীরা আরও দক্ষতার সঙ্গে সরকারের কাজকর্ম করতে পারবেন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত হবে। প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ১,২৩৪.৯১ কোটি টাকা। মনে করা হচ্ছে, এই নির্মাণ পর্বে বার্ষিক প্রায় ৭ লক্ষ মনুষ্য দিবস সৃষ্টি হবে।

সিদ্ধান্ত : অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী অমরাবতীতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জেনারেল পুল অফিস কমপ্লেক্স নির্মাণে অনুমোদন।

প্রভাব : অমরাবতীকে নতুন গ্রিন ফিল্ড শহর হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। এটিকে বিশ্বমানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এর লক্ষ্য হল, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরকে এক ছাতার নিচে নিয়ে এসে জায়গার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো। এর ফলে অন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে এবং অন্ধ্রপ্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয়গুলিতে দক্ষতার উন্নতি ঘটবে। নির্মাণ পর্বে বার্ষিক প্রায় ৭ লক্ষ মনুষ্য দিবস সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১,২৯৯.০৮ কোটি টাকা।

প্রচ্ছদ কাহিনী

ন্যায় সংহিতার ২ বছর

স্বদেশী বিচার ব্যবস্থা

নতুন ভোরের দুই বছর, এক নতুন দিকনির্দেশ

শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থা হল, একটি সভ্য সমাজের ভিত্তি, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ব্যাপক তাৎপর্য। এই ভাবনাকে সামনে রেখে ১ জুলাই, ২০২৪-এ দাসত্বের মানসিকতায় প্রোথিত ৩টি ঔপনিবেশিক আইনে বদল আনে ভারত, যেগুলির ওপর দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে শাস্তিদানের মূল নীতি নির্ভর করত। দুই বছর আগে পুরোপুরি স্বদেশী প্রক্রিয়ায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম এক নতুন যুগের সূচনা করে। শাস্তিদান থেকে বিচারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে। দুই শতাব্দী পর শেষ পর্যন্ত ২১ শতকে ভারত তার নিজের আইন প্রণয়ন করে, যা ঔপনিবেশিক ছায়া থেকে পুরোপুরি মুক্ত। সেই সঙ্গে গত ২ বছরে নাগরিক, পুলিশ এবং আদালতের বিচার কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারতের মানুষ স্বদেশী বিচার ব্যবস্থার নতুন ভোর প্রত্যক্ষ করছেন...

১ চন্ডীগড়ে এক গাড়ি চুরির মামলায় এফআইআর-এর ঠিক ২ মাস ১১ দিন পর আদালত সাজা ঘোষণা করে। অন্য একটি ঘটনায় প্ররোচনা দিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগে মাত্র ২০ দিনে পুরো বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

২ দিল্লিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় এফআইআর থেকে চূড়ান্ত রায় দান পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি মাত্র ৬০ দিনে শেষ হয়, অভিযুক্তকে ২০ বছরের হাজতবাসের সাজা দেওয়া হয়।

৩ বিহারের ছাপড়াতেও একটি খুনের মামলায় এফআইআর করার পর চার্জশিট পেশের জন্য মাত্র ১৪ দিন সময় লেগেছিল। দ্রুত বিচার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

দেশের সবকটি রাজ্যে নতুন আইনগুলির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের জন্য তিন বছরের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু গত দু’বছরের মধ্যেই প্রভূত সাফল্য মিলেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার শক্তি ও প্রভাব তুলে ধরছে। এই রূপান্তর এই বার্তা দিচ্ছে যে, যখন সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের অভিযোগের নিষ্পত্তির চেষ্টা করে, তখন অত্যন্ত ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ‘নতুন ভারত’ আজ বিচারের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগ প্রত্যক্ষ করছে। নাগরিকরা এখন উপলব্ধি করতে পারছেন যে, ‘শাস্তি নয়, বিচারই সবার ঊর্ধ্বে’ এবং নতুন ভারতে এইসব আইনের মাধ্যমে বিচার সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। স্বাধীন ভারতে এই তিনটি ঐতিহাসিক আইন বিচারের প্রকৃতিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে, যার মূল নীতি হ’ল – ‘নাগরিক সর্বাগ্রে, বিচার সর্বাগ্রে’। এই আইনগুলি পুরোপুরি নাগরিক-কেন্দ্রিক, সহজলভ্য এবং এগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে ভারতীয় মূল্যবোধ।

ভারতীয়ত্বের চেতনায় তাড়িত হয়ে এই তিনটি নতুন আইন ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সময়সীমা বেঁধে বিচারের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিগত দু’বছরে সাফল্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ৬.৩ মিলিয়নের (৬৩ লক্ষ) বেশি এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে। এইসব মামলায় প্রায় ৫.২ মিলিয়ন (৫২ লক্ষ) চার্জশিট বা চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। এছাড়া, বিগত দু’বছরে ৬০ দিনের সময়সীমার মধ্যে চার্জশিট বা চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশের হার প্রায় ৬১ শতাংশের বেশি, আগের আইনি ব্যবস্থায় যা ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ। ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশের ক্ষেত্রে আগে হার ছিল প্রায় ৩৯ শতাংশ, যা এখন ৫১ শতাংশ ছাড়িয়েছে। বিগত দু’বছরে ‘শূন্য এফআইআর’-এর সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে। যৌন অপরাধের মতো স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে এই আইনি পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিধি মেনে যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে দু’মাসের মধ্যে চার্জশিট পেশের হার ২০১৮’তে ছিল ৪৪ শতাংশ, যা এখন বেড়ে হয়েছে ৭১ শতাংশ। ফরেন্সিক সক্ষমতাও দ্রুতহারে বেড়েছে।

> ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ আমাদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এগুলি ঔপনিবেশিক যুগের আইনের সমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং জনসেবা ও কল্যাণে আইন সংশোধনের মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনা করেছে। এটি সংস্কারের প্রতি ভারতের অঙ্গীকারের সাক্ষ্য দিচ্ছে।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সময়ে বিচার: প্রাথমিক মানদণ্ড

বিচারের প্রাথমিক মানদণ্ড হ’ল, সময়সীমার মধ্যে

বিচার সম্পন্ন করা। বলা হয়ে থাকে, "বিলম্বিত বিচার মানেই বিচারকে অস্বীকার।" তাই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার মাধ্যমে দ্রুত বিচার সুনিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দ্রুত চার্জশিট পেশকে অগ্রাধিকার এবং দ্রুত রায়দানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মামলার প্রতিটি স্তরে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার মূল নীতি 'নাগরিক সর্বাগ্রে'র বার্তা দিচ্ছে। "শূন্য এফআইআর"–এর ভাবনা আইনকে আরও বলিষ্ঠ করেছে। নতুন আইনের অন্য একটি মানবিক দিক হ'ল – শাস্তি ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটকে রাখা যাবে না। তিন বছরের কম হাজতবাসের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারিতে শুধুমাত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মতি পেলেই চলবে। ছোটখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে জামিনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ক্ষুদ্র অপরাধের ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেবার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে বিধিতে সংবেদনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, দুটি আইনেই অভিযুক্তের প্রতি সংবেদনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে, আইনকে সুদৃঢ়ভাবে তাঁদের পক্ষ নিয়েই তৈরি করা হয়েছে। চার্জশিট পেশ থেকে রায় ঘোষণা, প্রতিটি স্তরে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের পর হাজার হাজার বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, যাঁরা পুরনো আইনে দীর্ঘকাল বন্দি ছিলেন। এটি নতুন ব্যবস্থার প্রভূত সম্ভাবনার বার্তা দিচ্ছে এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ও অধিকারকে তুলে ধরছে।

গণতন্ত্রের প্রকৃত চেতনার সংরক্ষণ

'বিকশিত ভারত'–এর অঙ্গীকারের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের আইন আবশ্যক ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও, ব্রিটিশ আমলের আইনগুলি বলবৎ ছিল, এই আইনগুলি ছিল ব্রিটিশদের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাতিয়ার। এই আইনগুলি এমন একটা সময়ে তৈরি করা হয়েছিল, যখন ব্রিটিশরা ভারতে তাদের হাত শক্ত করতে যতদূর খুশি যেতে পারত, বিশেষত ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল এবং দেশের প্রতিটি প্রান্তে ব্রিটিশদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে

বিচারপ্রাপ্তিতে এক নতুন যুগ

আমরা ১৯ শতকে প্রণীত ব্রিটিশ যুগের আইন থেকে মুক্তি দিয়েছি৷ ২১ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পথ ধরে ভারত এখন তার নিজের আইন তৈরি করেছে, যা ন্যায়, সমতা এবং স্বচ্ছতার নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে৷ প্রকৃত অর্থে এটি নতুন ভারতের চেতনাকে মূর্ত করে এবং সংবিধানের নীতিকে প্রতিফলিত করে...

লক্ষ্য: বিচার, শুধু শাস্তি নয়

- ১৫০ বছরের পুরনো ব্রিটিশ যুগের আইন থেকে মুক্তি৷
- প্রাথমিক স্তরে এফআইআর থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত – বিচারের পুরো প্রক্রিয়াটি প্রায় তিন বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে৷
- নতুন আইনগুলিতে তদন্ত শেষ করা, চার্জশিট পেশ, চার্জ গঠন এবং রায়দানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে৷
- ৭ বছর বা তার বেশি সময়ের হাজতবাসের শাস্তির ক্ষেত্রে ফরেন্সিক তদন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে৷

সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ – এ সংগঠিত অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে৷

দিয়েছিল৷ ব্রিটিশরা আইপিসি তৈরি করেছিল ১৮৬০ সালে এবং কয়েক বছর পর সিআরপিসি তৈরি হয়েছিল৷ এই আইনগুলি নাগরিকদের কল্যাণের লক্ষ্যে করা হয়নি, লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনকে রক্ষা করা৷ আইনের কাঠামোর মধ্যেই মানসিকতা স্পষ্ট: রাজ্যের কোষাগার লুঠ, রেল লাইন উপড়ে ফেলা কিংবা ব্রিটিশ মুকুটের প্রতি অসম্মানের মতো অপরাধকে হত্যা বা মহিলাদের উপর অত্যাচারের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে৷

এটি দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরও একই ধরনের আইন ভারতে বহাল রাখা হয়েছিল, বিভিন্ন সময়ে কিছু সংশোধন করা হলেও, আইনের মূল প্রকৃতি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল৷ ব্রিটিশ যুগের এইসব আইনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করা এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা, যার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, বিচারের চেয়ে শাস্তিদানকে অগ্রাধিকার দেওয়া৷ এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার প্রাকার থেকে 'দাসত্বের মানসিকতা' ভেঙে ফেলার ডাক দেন৷ সেই লক্ষ্যে দন্ডবিধির খোলনলচে বদলের লক্ষ্যে নির্ণায়ক পদক্ষেপ নেওয়া হয়৷ দেশ যেহেতু দাসত্বের মানসিকতার সমস্ত ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার পথে এগোচ্ছে, সেইসঙ্গে 'অমৃতকাল'–এ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছে, তাই জুলাই, ২০২৪–এ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা প্রণয়নের মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ নেওয়া হয়৷ ভারতীয় দন্ডবিধি (১৮৬০), ফৌজদারি দন্ডবিধি (১৮৯৮) এবং ভারতীয় তথ্য প্রমাণ আইন (১৮৭২) তৈরি করা হয়েছিল ব্রিটিশ সংসদে৷ ভারতীয় দন্ডবিধি (১৮৬০)–র বদলে এখন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা চালু করা হয়েছে৷ ফৌজদারি দন্ডবিধি (১৮৯৮)–র বদলে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় তথ্য প্রমাণ আইন (১৮৭২)–এর পরিবর্তে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম চালু করা হয়৷ এই তিনটি আইন ভারতীয় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করেছে, যার কেন্দ্রে রয়েছে শুধুমাত্র শাস্তি নয়, বিচার৷ এখন 'বিচারের সরলীকরণ'–এর ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে সহজ, সুসংবদ্ধ, স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে৷ এই তিনটি আইন হ'ল – ভারতীয় বিচারের প্রকৃত চেতনার প্রতিমূর্তি৷ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতার কয়েক দশক পর এই প্রথম এই তিনটি ফৌজদারি আইনের মাধ্যমে বিচার-ব্যবস্থায় মানবিক রূপ দেওয়া হয়েছে৷ এই আইনি বিধি প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতিকে শক্তিশালী করেছে: "মানুষের, মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য৷"

কর্তব্যপথে ট্যাবলো... শাস্তি থেকে বিচার

> **এই তিনটি আইন ২১ শতকে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। 'নাগরিক সর্বাগ্রে', 'মর্যাদা সর্বাগ্রে' এবং 'বিচার সর্বাগ্রে' – এগুলি হ'ল, নতুন ফৌজদারি আইনের ভিত্তি। আজ আমাদের পুলিশ বাহিনী ব্যাটনের চেয়ে ডেটা এবং 'থার্ড ডিগ্রি' জেরা পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের উপর বেশি নির্ভর করে।**
>
> *অমিত শাহ,*
> *কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী*

স্বাধীন ভারতের ন্যায় সংহিতা সমতা, সম্প্রীতি এবং সামাজিক ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে, আইনের চোখে সবাই সমান। কিন্তু, বাস্তবে তা পুরোপুরি ভিন্ন; গরিব এবং দুর্বল শ্রেণীর মানুষ আদালত বা থানায় পা রাখতে ভয় পান। তবে, এখন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এই সামাজিক মানসিকতায় পরিবর্তন আনছে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, দেশের আইন সমতার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এটি হ'ল - সংবিধানে দেওয়া প্রকৃত সামাজিক ন্যায়।

মানুষের মধ্যে সুরক্ষার উপলব্ধি মজবুত করা

যে কোনও দেশের প্রকৃত শক্তি হ'ল – তার নাগরিকরা এবং দেশের আইন থেকে মানুষ তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করেন। সেই কারণে, নাগরিকরা আইনের প্রতি গর্বের সঙ্গে তাঁদের একাত্মতার কথা ঘোষণা করেন। আইনের প্রতি নাগরিকদের এই আস্থাই হ'ল, দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আইন-কানুন তখনই কার্যকর হয়, যখন সেগুলি সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক থাকে। আজকের বিশ্ব দ্রুত বদলাচ্ছে। অপরাধের ধরন এবং পদ্ধতিও বদলাচ্ছে অপরাধীরা। এই প্রেক্ষাপটে ১৯ শতকের ব্যবস্থা আর বাস্তবোযোগী ছিল না। সেইসূত্রে, এই আইনগুলিকে আধুনিক করে তোলা হয়েছে এবং চারিত্রিক দিক থেকে ভারতীয় করে তোলা হয়েছে।

Cover Story
2 Years of Nyaya Sanhita

ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক সময়ে বিচার

নতুন আইনের ২ বছর : সাফল্যসমূহ

সময়সীমার মধ্যে প্রক্রিয়া + প্রযুক্তি = আস্থা

চার্জশিট/ চূড়ান্ত রিপোর্ট ৬০ দিনের মধ্যে বিধি মেনে চলার হার

৫০.৯২% — ২০২৪

৬১.১১% — ২০২৬

৩৯.৫৬% — ২০২৪

৫১.২৮% — ২০২৬

চার্জশিট/ চূড়ান্ত রিপোর্ট ৯০ দিনের মধ্যে বিধি মেনে চলার হার

৩৫.০৬ লক্ষ তথ্যপ্রমাণ আইডি-র সৃষ্টি ভায়া ই-প্রমাণ

বিএনএস-এর আওতায় এফআইআর
৬৩.০৮ লক্ষ

চার্জশিট/ চূড়ান্ত রিপোর্ট
৫১.৯৫ লক্ষ

৫৯,৫৭২ মোট শূন্য এফআইআর নথিভুক্ত

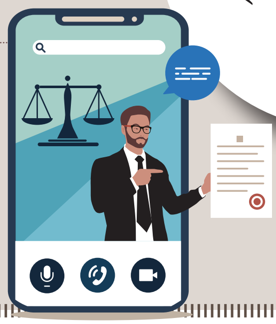

তদন্ত চলার সময় যে কোনও ধরনের তথ্য প্রমাণের বিকৃতি আটকাতে গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আদালত এবং পুলিশ ফোন বা বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় সরাসরি সমন পাঠাতে পারে। সাক্ষীর বয়ানের অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং-এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আদালতে ডিজিটাল প্রমাণ গ্রহণযোগ্য এবং বিচারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে অপরাধীদের ধরার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় গড়িমসি দূর হয়েছে। জাতীয় স্বার্থেও এইসব পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক ছিল।

ডিজিটাল প্রমাণ এবং তথ্য প্রমাণের সুসংহতকরণ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করছে। নতুন আইন অনুযায়ী, সন্ত্রাসবাদী এবং জঙ্গি সংগঠনগুলি আর আইনি জটিলতার সুযোগ নিতে পারবে না।

এইসব আইন প্রতিটি দপ্তরে পরিচালন সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে এবং দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করছে। আইনি বাধার বিলুপ্তি দুর্নীতি দমন করেছে, বিনিয়োগে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আগে বছরের পর বছর ধরে আইনি জটিলতায় আটকে থাকার কারণে বিনিয়োগকারীরা ভারতে

যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে ২ মাসের মধ্যে চার্জশিট পেশে বিধি মেনে চলার হার

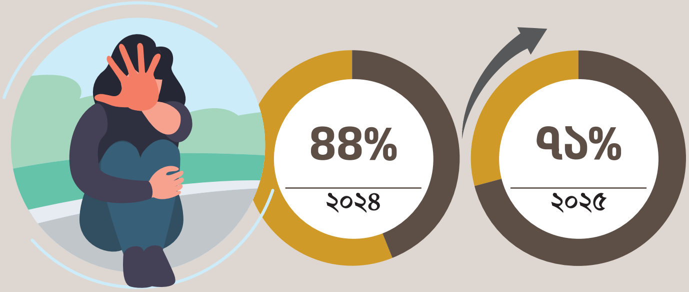

ফরেন্সিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ

১৬ এনএফএসইউ (ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি) প্রস্তাবিত/ চালু ৯টি প্রতিষ্ঠিত + ৭টি অতিরিক্ত অনুমোদিত

১৫ সিএফএসএল (সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি) প্রস্তাবিত/চালু ৭টি প্রতিষ্ঠিত + ৮টি অতিরিক্ত অনুমোদিত

৭+ বছর সাজার ক্ষেত্রে অপরাধের ফরেন্সিক পরীক্ষা এবং তদন্ত চলাকালীন বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

লগ্নি করতে অনীহা প্রকাশ করতেন; সেই আশঙ্কা এখন দূর করা হয়েছে। এটিও দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

সর্বাত্মক আলোচনার পর স্বাধীন ভারতের নিজস্ব ন্যায় সংহিতার সৃষ্টি

সংবিধানের চেতনার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সংবিধানে ৭৫তম বর্ষের সঙ্গে সমাপতনের মাধ্যমে ১ জুলাই ২০২৪-এ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার রূপায়ণ এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এতে সংবিধানের আদর্শ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশে নতুন ন্যায় সংহিতার মতই এটি নিজেই সর্বাত্মক নথিপত্র হয়ে উঠেছে, এর প্রণয়নের প্রক্রিয়া একইভাবে সর্বাত্মক ছিল। দেশের বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং জুরিদের নিষ্ঠার ফসল হল এটি।

এই আইনে ভারতীয়ত্বের চেতনা সঞ্চার করতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সাল থেকে সর্বাত্মক আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। হাইকোর্টগুলির প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, আইন বিশ্ববিদ্যালয়, সংসদ সদস্য, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক, আইন বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ নাগরিক সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আইনের কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে বেজবড়ুয়া, বিশ্বনাথন, মালিমাথ এবং মাধব মেনন কমিটির সুপারিশসমূহ, সেইসঙ্গে স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সংসদের স্থায়ী কমিটির ১১১তম, ১১০তম এবং ১৪৬তম রিপোর্ট (২০০৫, ২০০৬ এবং ২০১১ থেকে) ও রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়ক, বিচারক, বিচার বিভাগ ও আইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সুপারিশের প্রতিটি লাইন পর্যালোচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

> **এই প্রথম সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত অপরাধ এবং গণপ্রহারকে নতুন ফৌজদারি আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এছাড়া এই প্রথম পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ, কারাগার, বিচার বিভাগ, আইনি প্রক্রিয়া এবং ফরেন্সিক - ৫টি স্তম্ভকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।**
>
> *অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী*

ধারা সংশোধন : কিছু হ্রাস, নতুন আইনে অন্যগুলির পরিবর্ধন

নতুন ফৌজদারি আইন বিচার সংস্কার আইনে কেন্দ্রীয় সরকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এটা প্রয়োজন ছিল, কারণ, এই ব্যবস্থা চলছিল আইপিসি (১৬৩ বছরের পুরনো), সিআরপিসি (১২৫ বছরের পুরনো) এবং তথ্য প্রমাণ আইন (১৫০ বছরের পুরনো)-এর ওপর ভিত্তি করে - সবকটি প্রণয়ন করা হয়েছিল ব্রিটিশ সংসদে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় মহিলা, শিশু এবং দেশের বিরুদ্ধে অপরাধকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে - ঔপনিবেশিক যুগের আইন থেকে মুক্তি। পুরনো আইনে মহিলা, শিশু এবং দেশের বিরুদ্ধে অপরাধের চেয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ, রাজস্ব লুঠ এবং সরকারি আধিকারিকদের ওপর হামলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

৩৫৮ টি ধারা এখন ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আগে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে (১৮৬০) ৫১১টি ধারা ছিল।

২১ টি নতুন ধারায় অপরাধকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪১ টি ধারায় হাজতবাসের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

৮২ টি অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে এবং ২৫টি অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাজা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৯ টি ধারা রদ করা হয়েছে। ৬টি অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে কমিউনিটি পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংসদে অনুমোদন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর প্রতিটি নাগরিককে স্বাধীন ভারতের আইনের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে প্রচারাভিযান চালানো হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে ৭ দশকের বেশি সময় ধরে বিচার ব্যবস্থা যে সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, সেগুলিকে গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। প্রতিটি আইনের বাস্তব প্রয়োগের প্রতিটি দিক এবং ভবিষ্যতের প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করা হয়েছে। সমুদ্র মন্থনের মতই কঠোর মন্থন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অমৃতকালে 'অমৃত'-এর ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতের নতুন ন্যায় সংহিতা দেশে বিচার ব্যবস্থার যাত্রাপথে এক মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। ১ জুলাই, ২০২৪-এ এইসব আইনের কার্যকরের মাধ্যমে ব্রিটিশরাজের সমস্ত পদচিহ্ন এবং ঔপনিবেশিক

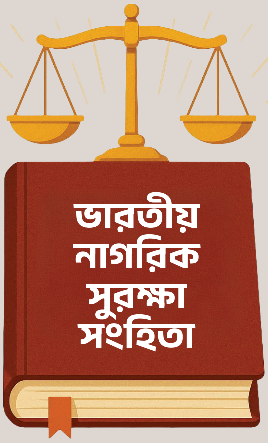

৫৩১

টি ধারা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় রয়েছে, যেখানে পুরনো ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৯৭৩-এ ছিল ৪৮৪টি ধারা, ১৪টি ধারা অবলুপ্ত করা হয়েছে।

১৭৭ টি ধারা সংশোধন করা হয়েছে। ৯টি নতুন ধারা এবং ৩৯টি নতুন উপধারা যুক্ত করা হয়েছে।

৪৪ টি নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যুক্ত করা হয়েছে।

৩৫ টি ধারায় এখন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রাখা হয়েছে।

৩৫ টি অডিও-ভিডিও ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

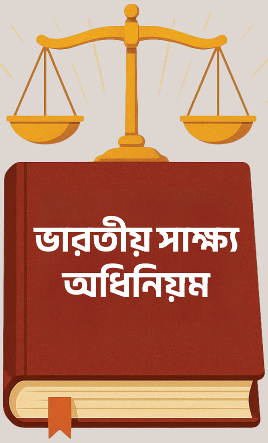

১৭০ টি ধারা ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মে রয়েছে।

১৮৭২-এ ভারতীয় তথ্যপ্রমাণ আইনে ছিল ১৬৭ ধারা।

২৪ টি পরিবর্তন ধারাগুলিতে আনা হয়েছে। নতুন নতুন ধারা এবং ৬টি উপধারা যুক্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে ৬টি ধারা বাদ দেওয়া হয়েছে।

আইনে আপত্তিকর পরিভাষা

৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত দেশের আইনগুলিতে এমন পরিভাষা ছিল, যা স্বাধীন ভারতের চেতনাকে আঘাত করছিল। তথাপি এই আইনগুলি স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও চালু ছিল। উল্লেখ থাকা শব্দগুচ্ছের মধ্যে রয়েছে 'যুক্তরাজ্য'-এর সংসদ, প্রাদেশিক আইনসভা, রিপ্রেজেন্টেটিভস অফ দ্য 'ক্রাউন', দ্য 'লন্ডন গেজেট', 'জুরি', 'ইউনাইটেড কিংডম অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড', 'হার ম্যাজেস্টি'স গভর্নমেন্ট', 'লন্ডন গেজেট'-এ বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ, 'ব্রিটিশ ক্রাউন', ট্র্যাডিশন্স অফ দ্য কোর্টস অফ 'ইংল্যান্ড' এবং 'ব্যারিস্টার' শব্দটি।

যুগের দাসত্বকে নির্মূল করা হয়েছে, যা পুরোপুরি দেশীয় আইনি কাঠামোর পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। এটি ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই আইন পুরোপুরি রূপায়ণের ফলে সীমাহীন মুলতুবি যুগের অবসান ঘটেছে, যা 'তারিখ পে তারিখ' নামে পরিচিত ছিল। দেশে এখন এমন একটি বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা যে কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩ বছরের মধ্যে বিচার সুনিশ্চিত করে। গত ২ বছর ধরে নতুন আইনগুলি ভারতে গোটা বিচার ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট বদলে দিয়েছে। এই পরিবর্তন প্রতিটি নাগরিক সরাসরি উপলব্ধি করতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে চালু হওয়া 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' বিচারের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে, যা ভারতের মানসিকতায় দ্রুত পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে।

১ জুলাই, ২০২৬ থেকে কার্যকর হচ্ছে 'বিকশিত ভারত – জি-রাম-জি'

এবার গ্রামীণ ভারতে ১২৫-দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা

যেকোন উন্নয়নশীল দেশে - বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতে - জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্তত ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকা অত্যন্ত জরুরি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোভিড-১৯ সংকটের সময় ১২৫ দিনের জন্য 'গরীব কল্যাণ রোজগার গ্যারান্টি অভিযান' বাস্তবায়ন করেছিলেন। সেই একই দূরদর্শী চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত 'বিকশিত ভারত - জি-রাম-জি' আইনটি ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে এবং এটা এমজিএনআরইজিএ'র জায়গায় এসেছে। 'জি-রাম-জি'-র আওতায়, গ্রামীণ এলাকায় যেসব পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রত্যেককে প্রতি অর্থবছরে ১২৫ দিনের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে গ্রামীণ ভারতের উন্নয়ন ছাড়া 'বিকশিত ভারত' - এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী – যিনি দীর্ঘতম সময় ধরে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার রেকর্ড গড়েছেন – গত ১২ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছেন। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২০ সালের মার্চ মাসে যখন লকডাউন ঘোষণা করা হয়, তখন তিনি ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার একটা বিশেষ 'গরীব কল্যাণ' প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীতে, গ্রামে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এবং জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করতে তিনি 'গরীব কল্যাণ রোজগার অভিযান' চালু করেন এবং ৫০,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। দরিদ্রদের জন্য উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শী চিন্তারই ফসল হল 'বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ', যার আওতায় এখন চাহিদার ভিত্তিতে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে। এই নতুন আইনটি গ্রামীণ ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে একটি রূপরেখা হিসেবে কাজ করছে।

'বিকশিত ভারত – গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ' বা VB G-Ram-G আইনটি ভারতের গ্রামীণ কর্মসংস্থান নীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। এই আইনটি একটি আধুনিক, জবাবদিহিমূলক এবং পরিকাঠামোকেন্দ্রিক কাঠামোর মাধ্যমে MGNREGA-র সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করে।

'বিকশিত ভারত – জি রাম জি' উদ্যোগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি...

- নতুন আইনের আওতায়, গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা - MGNREGA-র তুলনায় – অর্থবছরে ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে।
- জবাবদিহিতা, পরিকাঠামোগত ফলাফল এবং আয়ের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যাপক কৌশলগত সংশোধনের মাধ্যমে চলতি MGNREGA কাঠামোটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- এই আইনের অধীনে গৃহীত সব কাজের তদারকি করবে গ্রাম সভা; এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় সব নথিপত্র সরবরাহ করবে।
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ প্রদান করা হবে; তা করতে ব্যর্থ হলে শ্রমিকরা বেকারত্ব ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
- DBT'র মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে মজুরি প্রদান করা হবে – হয় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অথবা মাস্টার রোল (উপস্থিতি তালিকা) বন্ধ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে।
- সময়মত মজুরি না দেওয়া হলে আইনের বিধান অনুযায়ী শ্রমিকরা বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য হবেন।
- নতুন গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কার্ড ইস্যু না হওয়া পর্যন্ত 'বিকশিত ভারত জি রাম জি'র অধীনে বিদ্যমান – e-KYC যাচাই করা MGNREGA জব কার্ডগুলি বৈধ থাকবে।
- শুধুমাত্র e-KYC যাচাইকরণ প্রক্রিয়াধীন থাকার কারণে কোন শ্রমিককে কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করা হবে না।
- চলতি আর্থিক বছরে নতুন আইনের অধীনে কর্মসংস্থানের জন্য ১,৫১,২৮২ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় করা হবে এবং ২০২৬-২৭ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় অংশের জন্য ৯৫,৬৯২ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ পর্যায়ে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য এটাই এখনও পর্যন্ত বৃহত্তম বরাদ্দ।
- জল সুরক্ষা এবং জল সম্পর্কিত কাজ হাতে নেওয়া হবে; এর মধ্যে রয়েছে সেচ, জলাশয় পুনরুদ্ধার, বৃক্ষরোপণ, খাল খনন,বন্যা নির্গমন পথ, ভূগর্ভস্থ বাঁধ, পুকুর ও কূপ খনন এবং মানুষের জলমগ্ন জমির উন্নয়ন।
- গ্রামীণ পরিকাঠামোর মূল ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করা হবে, যার আওতায় থাকবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, স্যানিটেশন, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং জনসাধারণের সুযোগসুবিধা সংক্রান্ত বিষয়।
- জীবিকা সম্পর্কিত পরিকাঠামোর কাজের মধ্যে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, দক্ষতা বিকাশ এবং উদ্যোগ উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই কাজগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ হাট, সাপ্তাহিক বাজার, খাদ্য ও কৃষি পণ্য সংরক্ষণাগার, নার্সারি চাষের প্রসার এবং নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন।
- বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ, জিও-রেফারেন্সিং, উপগ্রহ চিত্র এবং কাজের ডিজিটাল ম্যাপিং ব্যবহার করে তদারকি করা হবে। কাজের চাহিদা, বাস্তবায়ন, শ্রমিক নিয়োগ এবং সামগ্রিক অগ্রগতির ওপর রিয়েল-টাইমে নজর রাখার জন্য ড্যাশবোর্ড-ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা সম্বলিত একটি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করা হবে।

ভিবি জি-রাম-জি গ্রামীণ ভারতে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা সম্প্রসারিত করবে এবং একটি শক্তিশালী ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকারগুলির সঙ্গে কর্মপরিকল্পনাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে। এটা গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং গ্রামগুলির স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করবে। গ্রামীণ রূপান্তরের মূল স্তম্ভ হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে, এই আইনটি একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও উন্নত গ্রামীণ ভারত গড়ে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের এই নতুন নিশ্চয়তা ব্যবস্থা একটি চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে, যা ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যের অংশ হিসেবে উন্নত গ্রামীণ ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

দক্ষ ভারত গড়ার পথে এক বিশাল পদক্ষেপ

প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন যুবশক্তির। যুবসমাজ যত বেশি ক্ষমতায়িত হবে, ততই ত্বরান্বিত হবে জাতির অগ্রগতিও। এই প্রেক্ষাপটে, 'স্কিল ইন্ডিয়া মিশন' একটা শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা তৃণমূল স্তরে তরুণদের ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়িত করছে। ২০১৫ সালের ১৫ জুলাই শুরু হওয়া এই মিশনটি পরিণত হয়েছে এক যুগান্তকারী উদ্যোগে; গত ১১ বছরে এটা সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দক্ষ এবং ক্ষমতায়িত করেছে।

ত্রিপুরার এক প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী নারী নিত্য দেবী নিহোটিয়া 'স্কিল ইন্ডিয়া মিশন'-এর আওতায় রবার বাগান সংক্রান্ত কাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা নার্সারি গড়ে তোলেন। বর্তমানে এই উদ্যোগ থেকে তিনি মাসে ৪,০০০ টাকা আয় করছেন। এই প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী হিসেবে নিহোটিয়া মনে করেন যে, সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পাওয়া গেলে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এমনই আরেকটি উদাহরণ হল দুই বোন – পুনম ও কোমলের কাহিনী। তাদের আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে তারা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছিল না। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে 'স্কিল ইন্ডিয়া' তাদের জন্য আশার আলো হয়ে দেখা দেয়। দুই বোনই দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে একটা টেক্সটাইল কোম্পানিতে কর্মরত আছেন। তারা শুধু নিজেদের পরিবারকেই সহায়তা করছেন না, বরং দক্ষতার মাধ্যমে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে অন্যান্য নারীদের কাছেও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন। আজ নিত্য দেবী, পুনম এবং কোমল – তারা সেইসব মানুষের দলে সামিল হয়েছেন যারা 'স্কিল ইন্ডিয়া'-র বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে নিজেদের স্বপ্নকে নতুন ডানা দিয়েছেন।

দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের ১৫ জুলাই স্কিল ইন্ডিয়া মিশন চালু করে। এই মিশনটি ভারতীয় তরুণদের তাদের পেশাগত দক্ষতা শাণিত করার জন্য একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। এর লক্ষ্য ছিল সারা দেশে তরুণদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তোলা। ভারত সরকারের এই উদ্যোগটি একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হয়; এটা

নিত্য দেবী নিহোটিয়া

পুনম ও কোমল

শিল্পক্ষেত্রের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় তরুণকে ক্ষমতায়িত করতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, এই প্রশিক্ষণ তাদের জন্য উন্নত জীবিকার সুযোগও উন্মুক্ত করে দেয়।

এই মিশনের আওতায় নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

- প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)
- জন শিক্ষা সংস্থান (JSS)
- ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রমোশন স্কিম
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ITI)-এ ক্রাফটসম্যান ট্রেনিং স্কিম (CTS)

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)

১.৬৪ কোটি প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে PMKVY-এর আওতায় ৩৫টিরও বেশি ক্ষেত্রে

- নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ ও স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি কেরিয়ার ও শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতার পদের জন্য ৩.১৫ লক্ষেরও বেশি প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- বর্তমানে PMKVY ৪.০ এর আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- PMKVY ৪.০-এর মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০২৬ –এর মধ্যে ৩৬টি রাজ্য ও ৭৩৭টি জেলার ৩৮টি ক্ষেত্রে ২৭.২৪ লক্ষ প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

জন শিক্ষা সংস্থান (JSS)

- বর্তমানে ২৯৪টি জন শিক্ষা সংস্থান (JSS) চালু রয়েছে।

৩৬,৪৮,৬৯ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ২০১৮ সাল থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে

- এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলি স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে টেলারিং, এমব্রয়ডারি, হস্তশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরিষেবা।
- ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত ২৬,৭২০ জন উপজাতীয় সুবিধাভোগী এতে তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন এবং ২৬,৫১৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

> **স্কিল ইন্ডিয়া আমাদের যুবসমাজকে দক্ষ ও স্বাবলম্বী করে তোলার সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রমোশন স্কিম (NAPS)

- ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে চালু হওয়া এই প্রকল্পটি বর্তমানে তার দ্বিতীয় পর্যায় ‘NAPS 2.0’-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- সরকার NAPS পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষানবিশদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বৃত্তির ২৫ শতাংশ (প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত) অর্থ প্রদান করে।
- ২০১৬ সাল থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অটোমোটিভ, IT-ITeS, ইলেকট্রনিক্স, রিটেইল এবং উৎপাদন ক্ষেত্রের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৫৪.৪১ লক্ষেরও বেশি শিক্ষানবিশকে যুক্ত করা হয়েছে।
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রায় ১২.৩৫ লক্ষ শিক্ষানবিশকে যুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া, একই সময়ে প্রায় ৬.৪২ লক্ষ শিক্ষানবিশ তাদের কর্মক্ষেত্রে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

ক্রাফটসম্যান ট্রেনিং স্কিম (CTS)

- CTS-এর আওতায় সারা দেশে ১৪,৬৮৮টি আইটিআই-এর মাধ্যমে ১৬৯টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় (সরকারিঃ ৩,৩৪৫; বেসরকারিঃ ১১,৩৪৩)।
- মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে মোট ১৪টি নতুন CTS কোর্স তৈরি করা হয়েছে এবং তিন বছরে চালু ২২টি কোর্স সংশোধন করা হয়েছে।
- আইটিআই-তে ভর্তির সংখ্যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১২.৫১ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১৪.৭০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল, তা নারীদের জীবিকা অর্জনের পথে প্রস্তুত করে তোলার ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য বয়ে এনেছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ তাদের জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছে; বস্তুত, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সাধারণ এই নারীরা এখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে একেকজন নায়কে পরিণত হয়েছেন।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের ১১ বছর

প্রযুক্তি চালিত রূপান্তরের এক নতুন যুগ

আজ প্রযুক্তি প্রতিটি নাগরিকের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। সামাজিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য পরিষেবা কিংবা পরিবহণ ও লজিস্টিকস - যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, গত এক দশকে দেশের সর্বস্তরের ডিজিটাইজেশন বা ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে। এই রূপান্তরের মূলে রয়েছে প্রযুক্তিকে সর্বজনীন করা এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৫ সালের ১ জুলাই চালু হওয়া ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচী শুধু নাগরিকদের জীবনযাত্রাই সহজ করেনি বরং ডিজিটাল অর্থনীতির দ্রুত বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই কর্মসূচীর ১১তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আসুন এর অগ্রগতি ও অর্জনগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

ভারতে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি শুধুই ডিভাইস এবং ডেটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা সক্ষমতা তৈরি, সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রতিটি গ্রাম ও শহরে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার একটি সেতুতে পরিণত হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকেই ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচী দক্ষতা উন্নয়ন, প্ল্যাটফর্ম এবং স্টার্টআপস-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দেশে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া ডিজিটাল শাসনকে শক্তিশালী করেছে, যার ফলে শুধু জীবনযাত্রার মানই উন্নত হয়নি, ব্যবসা করাও সহজতর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে একটি ডিজিটালভাবে ক্ষমতায়িত সমাজ এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন নিয়ে ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচী চালু করেছিলেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচী আজ অসংখ্য মাইলফলক অতিক্রম করেছে এবং উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেছে; অর্থনীতির ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বব্যাপী তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এর পিছনের একটা প্রধান কারণ হল ভারতের শক্তিশালী ডিজিটাল পরিকাঠামো।

শুধু দেশ নয়, সমগ্র বিশ্ব জন ধন, আধার এবং মোবাইলের ‘ত্রিশক্তি’ প্রত্যক্ষ করেছে। এটা যেমন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে, তেমনই ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র শক্তি সরকারি কোষাগারে ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অপচয় রোধ

ভারতের ডিজিটাল গণপরিবহণ আজ বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমরা পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল পরিকাঠামোর দিকে এগিয়ে চলেছি। UPI ডিজিটাল পেমেন্টকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আজ, ভারত রিয়েল-টাইম ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য বিশ্বের দ্রুততম দেশ হিসেবে উঠে এসেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

করতে সফল হয়েছে। একইভাবে, ভারতের ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI) এখন বিশ্বের রিয়েল-টাইম পেমেন্টের ৪৯% সম্পন্ন করে। নয়টি দেশ এই ভারতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কমন সার্ভিস সেন্টার হোক বা ডিজিটাল পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা, এই রূপান্তর কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে; অনুমান করা হচ্ছে যে ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে এটা জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশের সমান অবদান রাখবে।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলছে

সামাজিক ক্ষমতায়ন

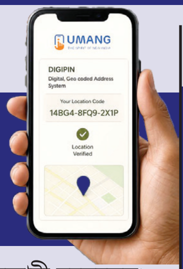

১১ কোটিরও বেশি নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে UMANG –এ, যার মাধ্যমে নাগরিকরা প্রায় ২,৪০০ ধরণের সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন।

- MyGov ওয়েবসাইটে ৬ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারী রয়েছেন।
- MyBharat পোর্টালের সঙ্গে ২ কোটিরও বেশি তরুণ ও সংস্থা যুক্ত হয়েছে; ৭৮৩টি জেলায় MyBharat কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- ৭.২২ লক্ষ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল বসানো হয়েছে; BharatNet প্রকল্পের আওতায় দেশজুড়ে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে।
- BharatNet কর্মসূচীর আওতায় ২ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ডিজিটাল পরিকাঠামো

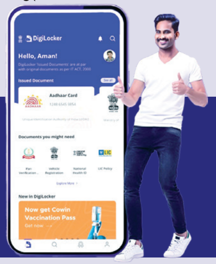

৭০ কোটিরও বেশি DigiLocker ব্যবহারকারীর ৯৫০ কোটি ডিজিটাল নথি সংরক্ষিত রয়েছে

- ‘Meri Pehchan’ ওয়েবসাইটে ৭৪.৪ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারী রয়েছেন, যা ১৬,০০০-এরও বেশি পরিষেবাকে একত্রিত করে; এখানে Single sign-On-এর মাধ্যমে একাধিক সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করা যায়।
- দেশজুড়ে ৫ লক্ষেরও বেশি কমন সার্ভিস সেন্টার (CSCs) চালু রয়েছে, যেগুলি সহায়তা-ভিত্তিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৮০০-এরও বেশি পরিষেবা প্রদান করছে।
- ৯০%-এরও বেশি ফাইল e-Office ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হয়েছে, যার ফলে সরকারি বিভাগগুলিতে কাগজবিহীন কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

১৮৮ কোটিরও বেশি e-Way bills তৈরি করা হয়েছে; এগুলি পরিবহণের জন্য একটি সমন্বিত ইলেকট্রনিক নথি হিসেবে কাজ করে এবং বিভিন্ন রাজ্যের আলাদা আলাদা অনুমতির প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

- দেশের ৩৮টি বিমানবন্দরে ১০ কোটিরও বেশিবার DigiYatra পরিষেবা ব্যবহার করা হয়েছে।
- জন ধন-আধার-মোবাইল –এই ‘ত্রিশক্তি’র সদ্ব্যবহার করে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে ৫১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ সরাসরি হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ৫৮ কোটিরও বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।
- ১৪৪ কোটিরও বেশি আধার নম্বর ইস্যু করা হয়েছে – যা বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল পরিচয় ব্যবস্থা; ২০১৪ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ৬১ কোটি।
- ৯টি দেশ ভারতের UPI ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
- সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফ্রান্স, মরিশাস, নেপাল, ভুটান, কাতার, শ্রীলঙ্কা এবং এখন কাম্বোডিয়াতেও ভারতের UPI গৃহীত হচ্ছে।
- বিশ্বজুড়ে হওয়া মোট রিয়েল-টাইম পেমেন্টের ৪৯ শতাংশই ভারতের UPI-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
- ভারতে সমস্ত খুচরো ডিজিটাল লেনদেনের ৮১ শতাংশরও বেশি UPI-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
- ৬৪ কোটিরও বেশি মানুষ এবং ব্যবসায়ী UPI প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন।

পরিবহণ ও লজিস্টিকস

১৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি পিএম গতিশক্তি প্ল্যাটফর্মে ৩৫২টি প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় মূল্যায়ন করা হয়েছে।

- ১২ কোটিরও বেশি FASTags ইস্যু করা হয়েছে; এর ফলে টোল প্লাজায় গাড়িগুলিকে এখন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামতে হয়, যা জ্বালানি খরচ কমায় এবং পরিবেশের জন্য উপকারী।
- ইউনিফাইড লজিস্টিকস ইন্টারফেস প্ল্যাটফর্ম (ULIP) হল একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা লজিস্টিকস সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের তথ্যকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে।

স্বাস্থ্যসেবা ও সুস্থতা

- আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন-এর আওতায় ৭৯ কোটিরও বেশি ABHA অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যা ১৪- সংখ্যার ডিজিটাল স্বাস্থ্য সনাক্তকরণ নম্বর গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা রেকর্ড।
- eSanjeevani-র মাধ্যমে ৪৫ কোটিরও বেশি e-consultations প্রদান করা হয়েছে।
- ৮.৯ কোটি সুবিধাভোগী এবং ১৪ লক্ষেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে পোষণ ট্র্যাকার-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ চলাকালীন টিকাদান এবং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের ক্ষেত্রে আরোগ্য সেতু অ্যাপটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কৃষক ও গ্রামীণ ক্ষেত্র

৪.২৭

লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বিতরণ করা হয়েছে পিএম-কিষাণ প্রকল্পের আওতায়। এই প্রকল্পে কৃষক-কেন্দ্রিক ডিজিটাল পরিকাঠামো ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে OTP বা আধারভিত্তিক e-KYC এবং বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ ব্যবস্থা।

- 'm4Agri' –র মাধ্যমে উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির কৃষকদের কৃষি ও উদ্যান পালন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- দেশের ৯৭%-এরও বেশি এলাকায় জমির নথিপত্র ও মানচিত্রের ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৯টি রাজ্যের নাগরিকরা এখন ঘরে বসেই ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত ও আইনত বৈধ জমির নথিপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।
- ৩৬ কোটিরও বেশি জমির খণ্ড বা প্লটের জন্য ইউনিক ল্যান্ড পার্সেল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে; এটা ১৪-সংখ্যার একটা আলফানিউমেরিক কোড যা বেনামি (প্রক্সি) লেনদেন রোধে সহায়তা করে।

৯

কোটিরও বেশি কৃষক পরিচয়পত্র তৈরি করা হয়েছে।

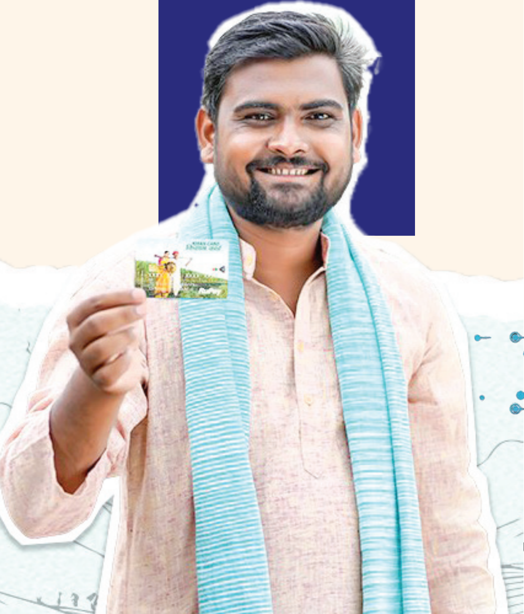

শিক্ষা ও দক্ষতা

১.৫ **কোটি ব্যবহারকারী iGOT কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েছেন, যেখানে ৪,০০০-এরও বেশি ডিজিটাল কোর্স রয়েছে।**

৫৬৬

কোটিরও বেশি DIKSHA প্ল্যাটফর্মে শিক্ষণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে ; এই প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি।

- ৮০০-রও বেশি সরকারি ওয়েবসাইট ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী-র সঙ্গে যুক্ত এবং এগুলি প্রতিদিন ১.৫ কোটিরও বেশি AI চালিত কাজ সম্পন্ন করে।
- ১৬ লক্ষেরও বেশি প্রার্থী ফিউচার স্কিলস প্রাইম কর্মসূচীর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন; সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৮৫% টিয়র-২ এবং টিয়র-৩ শহরের বাসিন্দা।
- প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান (PMGDISHA)-র আওতায় ৬.৩৯ কোটি গ্রামীণ নাগরিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে; এর ফলে ৬ কোটি পরিবারের প্রতিটিতে অন্তত একজন করে ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে।
- ই-কাউন্সেলিং, ই-গ্রন্থালয় এবং ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক ডিপোজিটরির মতো উদ্যোগগুলিও বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সুসংহত করছে।

উদ্যোক্তা ও উৎপাদন ক্ষেত্র

- ২.২ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপস নিয়ে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের অধিকারী, যেখানে প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলছে।
- স্টার্টআপ ইন্ডিয়া হাব হল একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা উদীয়মান উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, পরামর্শদাতা, ইনকিউবেটর এবং সরকারি সংস্থাগুলিকে একই মঞ্চে একত্রিত করে উদ্ভাবন ও ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।

উদীয়মান প্রযুক্তি

ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনস (IndiaAI) এবং সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT)-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি সারা দেশে উদীয়মান প্রযুক্তির অগ্রগতিতে সহায়তা করছে।

ক্রয়, বাণিজ্য ও করব্যবস্থা

- সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস (CBIC)-এর পোর্টাল ICEGATE-এর সঙ্গে ULIP মোটরযান ইকোসিস্টেম এবং BSF-এর একীকরণ একটি রিয়েল-টাইম ডেটা-শেয়ারিং নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, যা সীমান্ত ছাড়পত্র ও পণ্য প্রক্রিয়াকরণের গতি ত্বরান্বিত করেছে।

১৮+

লক্ষ কোটি টাকা GeM প্ল্যাটফর্মের সূচনা থেকে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত এতে নথিভুক্ত মোট বিক্রয়ের পরিমাণ।

প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা

নতুন ভারতের কর্মীবাহিনীর ক্ষমতায়ন

শ্রমবাজারকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার' যোজনার মাধ্যমে সারা দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় রচনা করছে। এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান বা চাকরির সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুই বছরের মধ্যে ৩.৫ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলা এই যোজনার আওতায়, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ প্রায় ৫৬ লক্ষ কর্মীর নাম ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত হয়েছে...

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্মসংস্থানকে শুধুই 'কল্যাণমূলক সহায়তা' হিসেবে নয় বরং ক্ষমতায়নের একটা মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিই 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। ঠিক এই কারণেই, প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে মোট ৫৭.৯ লক্ষ নতুন কর্মী এবং ১.১৪ কোটি কর্মী যারা আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরেছেন – তাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে, যেসব নতুন কর্মীর জন্য একটি নতুন ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN) তৈরি করা হয়েছে, তারা সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রণোদনা পাওয়ার যোগ্য। এই অর্থ ছয় মাসের ব্যবধানে দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, সরকার প্রতিটি নতুন কর্মীর জন্য নিয়োগকর্তাকেও সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রণোদনা প্রদান করে; তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল, সংশ্লিষ্ট কর্মীকে অন্তত ৬ মাস চাকরিতে বহাল থাকতে হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১ জুলাই, ২০২৫-এ ৯৯,৪৪৬ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দসহ কর্মসংস্থান-ভিত্তিক প্রণোদনা প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল আগামী দুই বছরে দেশে ৩.৫ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রণোদনা প্রদান করা। ১ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৭-এর মধ্যে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সুবিধা প্রযোজ্য হবে। ১ লাখ টাকা পর্যন্ত

> **আজ প্রত্যেক ভারতীয় এক মহৎ সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে – ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত গড়ার সংকল্প। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে এবং এই বিনিয়োগগুলি দেশের যুবকদের জন্য লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

উপার্জনকারী কর্মীরা এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি শুধুই তরুণদের ভবিষ্যতকেই সুরক্ষিত করবে না বরং 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ভিত্তিকেও শক্তিশালী করবে। ভারত সরকার ২০২৪-২৫ সালের বাজেটে 'প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্যাকেজ'- এর আওতায় এই কর্মসংস্থান-ভিত্তিক প্রণোদনা প্রকল্পটি ঘোষণা করেছিল। এই প্রকল্পের দুটি দিক রয়েছেঃ এটা কর্মীদের সহায়তা প্রদান করে এবং নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের কর্মদক্ষতা বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

সুরাট ও দমনে প্রায় ২৩,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আধুনিক যোগাযোগ ও উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়

কেন্দ্রীয় সরকার সুরাট (গুজরাট) এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দমনে আঞ্চলিক উন্নয়ন ও শক্তিশালী সংযোগের এক নতুন যুগের সূচনা করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫ জুন সুরাট, দমন এবং লাক্ষাদ্বীপ জুড়ে প্রায় ২৩,০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সড়ক, বিমানবন্দর, হাসপাতাল, শক্তি এবং শিল্প উন্নয়ন। এই প্রকল্পগুলি শুধু 'জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য'ই বৃদ্ধি করবে না বরং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য জাতির সংকল্পকেও ত্বরান্বিত করবে...

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যের দিকে দেশের যাত্রাপথে প্রতিদিন একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে। কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেন উন্নয়নে পিছিয়ে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্যক্তিগতভাবে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছেও উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে কাজ করেন। এই চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী মোদী ৫ জুন সুরাট (গুজরাট), দমন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং লাক্ষাদ্বীপ সফর করেন। এই সফরকালে সাধারণ মানুষের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

> এই দশকটি বিশ্বের জন্য বিপর্যয়ের দশক হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। প্রথমে এলো ভয়াবহ করোনা সংকট, তারপর নানা জায়গায় যুদ্ধ... আর এখন, এক বিরাট জ্বালানি সংকট... এই ঘটনাগুলি গোটা বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তবে, এটা আমাকে অত্যন্ত ভরসা দেয় যে, ১৪০ কোটি ভারতীয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশটি প্রতিটি সংকটকেই দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করছে।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সুরাট থেকে জাতির উদ্দেশ্যে উপহার হিসেবে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি

- উদ্বোধনঃ ৮-লেন বিশিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ-প্রস্থান সুবিধাযুক্ত ভদোদরা-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ।
- সুরাটে ২২০ শয্যাবিশিষ্ট ESIC হাসপাতাল।
- বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প।
- কেমিক্যালস ও পেট্রোকেমিক্যালস বিনিয়োগ অঞ্চল।
- সারিগাম GIDC (গুজরাট শিল্প উন্নয়ন নিগম)-তে অত্যাধুনিক বর্জ্য নিষ্কাশন ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।
- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনঃ উপজাতীয় এলাকা এবং স্ট্যাচু অফ ইউনিটি-র সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে জাতীয় মহাসড়ক-৫৬'র গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে চার লেনে উন্নীতকরণ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের হাজিরায় লারসেন অ্যান্ড টুব্রো'র কারখানা পরিদর্শন করেন এবং সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্থাটির উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

যেখানে উদ্বোধন করা প্রকল্পগুলি নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে, অন্যদিকে যে প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলি ভবিষ্যতের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে। সুরাটে ১৮,৮০০ কোটি টাকা, দমনে ২৯৭০ কোটি টাকা এবং লাক্ষাদ্বীপে ৮৮৫ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন বা সূচনা করা হয়।

সুরাটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের জ্বালানি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনে গুজরাটের অবদানের খুবই প্রশংসা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের মোট ২৫০ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশই (৫০ গিগাওয়াট) এই রাজ্য থেকে আসে। এছাড়া, গ্রিন হাইড্রোজেন এবং গ্রিন অ্যামোনিয়ার মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতেও রাজ্যটি অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত। গত ১২ বছরে সৌরশক্তি, ইথানল মিশ্রণ, রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণ, পারমাণবিক শক্তি, বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক, গ্যাস পাইপলাইন এবং বন্দরের সংরক্ষণ ক্ষমতার মতো ক্ষেত্রগুলিতে উল্লেখ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী সংকটগুলি জ্বালানি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে এসেছে।

হাজিরা সফরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী এই অঞ্চলটিকে শুধুই একটা শিল্পাঞ্চল হিসেবে নয়, বরং জ্বালানি, ইস্পাত, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন এবং বিশ্ব সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামগ্রিক ও সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি এই সামুদ্রিক-শিল্প কেন্দ্রটিকে 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের এক জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করেন। দেশের মধ্যে যে হতাশাবাদী গোষ্ঠীগুলি স্বনির্ভরতা অভিযানের উপহাস করেন, তিনি তাদের কঠোর সমালোচনা করেন। স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর

লাক্ষাদ্বীপের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা

- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনঃ প্রায় ৮৮৫ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।
- কালপেনি ও কাদমাত – দুই দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের বন্দর-সুবিধা গড়ে তোলা হবে।
- বহুমুখী জেটি নির্মাণের ফলে বড় আকারের যাত্রীবাহী জাহাজ – যার মধ্যে ৩০০ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ ক্রুজ শিপও রয়েছে - সারা বছর ধরে সেখানে যাতায়াত করতে পারবে।
- মৎস্য ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি সরবরাহ, বরফ সরবরাহ এবং নৌকা মেরামতের জন্য সমন্বিত সুযোগসুবিধা প্রদান করা হবে।
- এই উদ্যোগটি সামুদ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে, স্থানীয় জেলেদের জীবিকায় সহায়তা করবে, পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাবে এবং দ্বীপগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

দমন পেল উন্নয়নের উপহার

- উদ্বোধনঃ নমো বিমানবন্দর ও নমো হাসপাতালের নতুন টার্মিনাল ভবন।
- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনঃ আইকনিক ব্রিজ, দমন কনভেনশন সেন্টার এবং NIFT ক্যাম্পাস।

প্রথম বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন

বিশ্ব ক্রীড়া ঐতিহ্যের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে ৪ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আজ আহমেদাবাদের মাটি থেকে বিশ্ব ক্রীড়া ঐতিহ্যে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে।" তিনি উল্লেখ করেন যে, আহমেদাবাদ একটি ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী শহর এবং ভারতের এই ঐতিহাসিক শহরে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সমগ্র জাতির জন্য গর্বের বিষয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, যোগাসন খেলার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সম্ভাবনারও সৃষ্টি হবে, যা খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, ক্রীড়া বিজ্ঞানী, গবেষক এবং ইভেন্ট ম্যানেজারদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

দেওয়া হচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্যিক বিকাশের জন্য ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর, বুলেট ট্রেন এবং ভদোদরা-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগা প্রকল্পগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোট উদয়পুর, নর্মদা, ভারুচ এবং তাপীর মতো আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে চার লেনের মহাসড়ক নির্মাণের মাধ্যমে সরকার যাতায়াতের সময় ও পণ্য পরিবহণের খরচ কমিয়ে আনছে। আদিবাসী ও গ্রামীণ এলাকায় আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং উন্নত আয়ের সুযোগের মতো সুবিধাগুলি পাওয়া নিশ্চিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দমন-এ প্রায় ২,৯৭০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেখানে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁর আগের সফরের কথা স্মরণ করেন এবং উল্লেখ করেন যে, সেসময় তিনি যে অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছিলেন, তা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। এই অঞ্চলটি এখন গর্বের সঙ্গে দেশের বৈচিত্র্য ও প্রাণোচ্ছলতাকে তুলে ধরছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেন, "দমন 'মিনি ইন্ডিয়া' র এক প্রাণবন্ত উদাহরণ হয়ে উঠেছে; এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের উপস্থিতি সমগ্র দেশের এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনিক অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। দমন, দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতে সুশাসনের যে মডেলগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তিনি তার প্রশংসা করেন। এছাড়াও তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন এবং নগর পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এক দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে তিনি দমনের উন্নয়নকে সিঙ্গাপুরের অর্থনীতির অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, 'নমো বিমানবন্দর' এবং 'দমনগঙ্গা সেতু'র মতো বড় প্রকল্পগুলি শুধু স্থানীয় উন্নয়নই নয় বরং এগুলি এমন সব মাইলফলক যা বিশ্বমঞ্চে এই অঞ্চলকে এক নতুন পরিচিতি দিচ্ছে। পরিকাঠামো সংক্রান্ত এই ধরণের উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলা হচ্ছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আগে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য অন্যত্র যেতে বাধ্য হোত, কিন্তু এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি শিক্ষাক্ষেত্রে অবিচলিত ও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। 'সরস্বতী সাইকেল যোজনা' এবং 'সরস্বতী বিদ্যা যোজনা'র মতো প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলের মেয়েদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হচ্ছে। 'খেলো ইন্ডিয়া'র মতো উদ্যোগ খেলাধুলাকে মহানগরীর গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাম, শহর এবং ছোট ছোট এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। দিউও একটি বিশিষ্ট 'বিচ স্পোর্টস' গন্তব্য হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, যা ক্রীড়া পর্যটনকে একটি নতুন পরিচয় দিচ্ছে।

শৌর্যের প্রতি সম্মান...

সন্ত্রাসবাদী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে আমাদের সেনা সদস্য, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর কর্মী এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের অতুলনীয় বীরত্ব, অদম্য সাহস ও অসাধারণ নেতৃত্বের কারণে। ২০২৬ সালের ৮ জুন রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত প্রতিরক্ষা পদক প্রদান অনুষ্ঠান - ২০২৬ (প্রথম পর্ব)-এ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এমন ৫১ জন বীরকে সম্মানিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের অদম্য সাহস, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা ও দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার জন্য গর্ব প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রতিরক্ষা বাহিনী, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীর বীরদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এর মধ্যে রয়েছে ৭টি কীর্তি চক্র (২টি মরণোত্তর), ১৫টি বীর চক্র (৩টি মরণোত্তর) এবং ২৯টি শৌর্য চক্র (১টি মরণোত্তর)। তাঁদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনীর এক ঝলক নিচে তুলে ধরা হল।

ল্যান্স নায়েক মীনাক্ষী সুন্দরম এ, কীর্তি চক্র

রেজিমেন্ট অফ আর্টিলারির ল্যান্স নায়েক মীনাক্ষী সুন্দরম এ গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও কুলগামে এক সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করেন।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বালাকৃষ্ণন নায়ার, ফ্লাইং পাইলট, কীর্তি চক্র

ভারতের প্রথম মানববাহী মহাকাশ মিশন 'গগনযান' – এর জন্য নির্বাচিত চারজন 'গগনযাত্রী'র (মহাকাশচারী) একজন হিসেবে তিনি দেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে অটল সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই অদম্য সাহস ও বীরত্বের জন্য তাঁকে 'কীর্তি চক্র' সম্মানে ভূষিত করা হয়। গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত 'অ্যাক্সিওম-৪' মিশনের জন্য স্ট্যান্ডবাই মিশন পাইলট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহাকাশ সংস্থার তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় তিনি অসাধারণ শারীরিক সহন ক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। 'অ্যাক্সিওম-৪' মিশনের প্রস্তুতিকালে তিনি অজানা বিপদ মোকাবিলার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দেখিয়েছেন এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও অবিচল ও শান্ত থেকেছেন।

লেফটেন্যান্ট শশাঙ্ক তিওয়ারি, কীর্তি চক্র (মরণোত্তর)

আর্মি সার্ভিস কোর (সিকিম স্কাউটস)-এর লেফটেন্যান্ট শশাঙ্ক তিওয়ারি উত্তর সিকিমের দুর্গম ও উচ্চ পার্বত্য এলাকায় একটি টহলদারী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। টহল চলাকালীন, দলের এক সদস্য, অগ্নিবীর স্টিফেন সুব্বা, ভারসাম্য হারিয়ে একটি নদীতে পড়ে যান। নিজের জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে লেফটেন্যান্ট শশাঙ্ক তিওয়ারি নদীতে ঝাঁপ দেন এবং সুব্বাকে টেনে তীরে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। অগ্নিবীরের প্রাণ বাঁচলেও, তীব্র স্রোতের কারণে তিওয়ারি নিজে আর তীরে ওঠার মতো কোন অবলম্বন খুঁজে পাননি; অধীনস্থ কর্মীকে উদ্ধার করতে গিয়ে পাথরের আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর অসাধারণ বীরত্ব, নিঃস্বার্থপরতা এবং অটল সাহসিকতার জন্য তাঁকে মরণোত্তর 'কীর্তি চক্র' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

নায়েব সুবেদার দোলেশ্বর সুব্বা, কীর্তি চক্র

কিস্তওয়ার জেলার দুর্গম ও জনমানবহীন জঙ্গলে অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি এক অভিযানেই দু'জন জঙ্গিকে নির্মূল করেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যেখানে এই বীরত্ব পুরস্কার প্রদান করেন, সেই অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভারতের উন্নয়নের আখ্যান বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে

নীতি আয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যা ভারতকে তার ভিত্তি থেকে শক্তিশালী করে এবং উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করার সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়ন করে। আজ, ভারত শুধু প্রতিযোগিতাই করছে না বরং প্রতিটি প্রধান অর্থনীতির চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে। ১১ জুন নীতি আয়োগের একাদশ গভর্নিং কাউন্সিল সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারতের উন্নয়নের গল্প বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ১১তম গর্ভনিং কাউন্সিলের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে ২৮টি রাজ্য এবং ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী, লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং প্রশাসকরা অংশগ্রহণ করেন। এই প্রথমবার ২৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিলেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, যখন অনেক প্রধান অর্থনীতি অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সঙ্গে লড়াই করছে, তখন ভারতের অগ্রগতির কাহিনী বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করছে। তিনি আত্মনির্ভরশীলতার দিকে দেশের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলনগুলি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বিকশিত ভারত-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বিকশিত ভারত-এর স্বপ্ন প্রতিটি রাজ্য, জেলা, ব্লক ও গ্রামের সম্মিলিত সংকল্পে পরিণত হওয়া দরকার।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা

পরিচালনা পরিষদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নররা সম্মিলিতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব উন্নয়নের একটি মডেল নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও, সারা দেশে উদ্যোক্তা ও দক্ষতা উন্নয়নকে উৎসাহিত করা এবং সুস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। নীতি আয়োগের পরিচালনা পরিষদ ২০২৫ সালের ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মুখ্যসচিবদের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনের সুপারিশগুলির ওপরও আলোকপাত করেছে।

একাদশ পরিচালনা পরিষদের বৈঠক নিয়ে নীতি আয়োগের সাংবাদিক সম্মেলনটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

> সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সবাই মিলে ভারতের উন্নয়ন যাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে কাজ করছি। আমাদের 'বিকশিত ভারত'-এর অভিন্ন স্বপ্ন বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশগুলি

- যুবসমাজ ও এমএসএমই-র জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং যেসব দেশের সঙ্গে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে, সেসব দেশ থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণে সক্রিয় হতে রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করা উচিৎ।
- রাজ্যগুলির উচিৎ 'এক জেলা, এক পণ্য' কর্মসূচিকে আরও জোরদার করা এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুযোগগুলিকে কাজে লাগানো।
- এআই –কে একটি সুযোগ হিসেবে দেখা উচিৎ এবং কর্মীবাহিনীকে ভবিষ্যতের উপযোগী দক্ষতায় গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- মাদকাসক্তি ও সাইবার জালিয়াতির মতো ক্রমবর্ধমান সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।
- এল নিনো সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়টি তুলে ধরে রাজ্যগুলিকে জল সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক কৃষিকাজকে উৎসাহিত করার আহ্বান জানানো হয়।
- বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা এবং ভারতের সক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বিকশিত ভারত-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বিকশিত ভারত-এর স্বপ্ন প্রতিটি রাজ্য, জেলা, ব্লক ও গ্রামের সম্মিলিত সংকল্পে পরিণত হওয়া দরকার।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, দেশের যুবসমাজই তার সবচেয়ে বড় সম্পদ; কারণ প্রায় ৭০ কোটি ভারতীয়ের বয়স ২৫ বছরের নিচে। এটাকে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লভ্যাংশ আখ্যা দিয়ে তিনি রাজ্যগুলিকে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি উদ্যোগের মাধ্যমে একে উন্নয়নমূলক লভ্যাংশে রূপান্তরিত করার ওপর মনোযোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন, যা তরুণদের ভবিষ্যতের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করবে। এবছরের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল বিকশিত ভারত @২০৪৭-এর লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব উন্নয়ন। এতে ২৮টি রাজ্য ও ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী, লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং প্রশাসকরা অংশগ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী, লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও প্রশাসকরা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁর দায়িত্বপালনের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, আলোচনাটি ছিল গঠনমূলক এবং এতে বিভিন্ন রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, অভিজ্ঞতা, সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি ও চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে জাতির হাল ধরা

বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ গুলজারি লাল নন্দা ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভারতের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দু'বার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক প্রয়াণের পর এক কঠিন ও সংকটময় মুহূর্তে তিনি জাতির হাল ধরেছিলেন। সরল জীবনযাপন এবং দেশসেবার প্রতি অবিচল নিষ্ঠার জন্য পরিচিত নন্দাকে ১৯৯৭ সালে ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন -এ ভূষিত করা হয়। দেশের উন্নয়ন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের উন্নতির বিষয়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি আজও জাতিকে অনুপ্রাণিত করে।

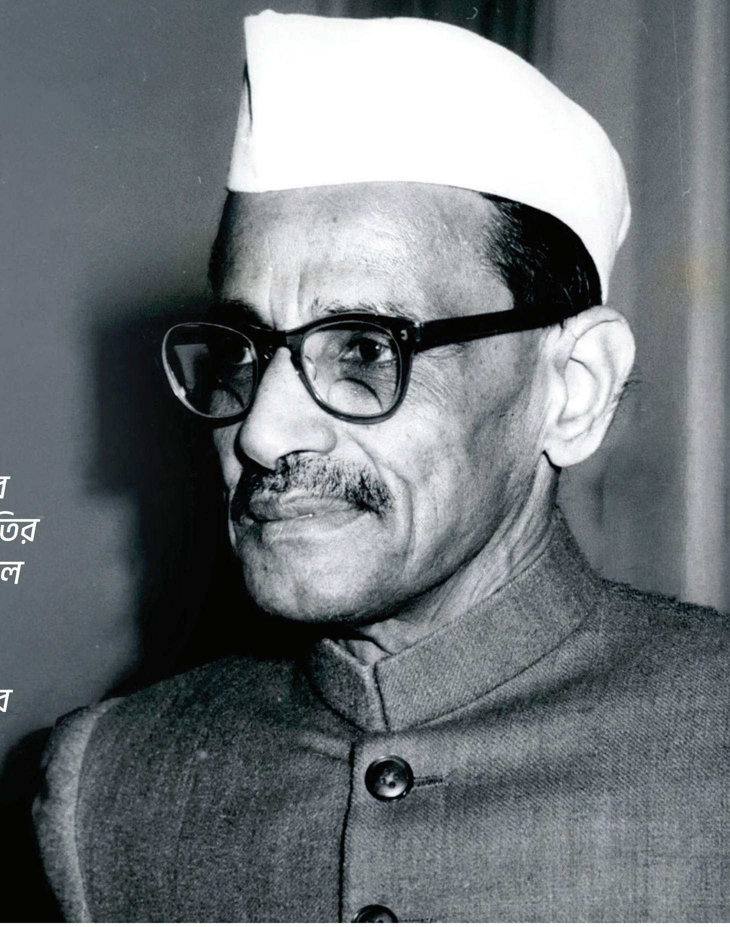

জন্মঃ ৪ জুলাই, ১৮৯৮ । মৃত্যুঃ ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৮

নীতি-আদর্শভিত্তিক রাজনীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত গুলজারি লাল নন্দা দু'বার ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; অথচ উচ্চপদের সঙ্গে সাধারণত যেসব সুযোগসুবিধা বা বিলাসিতা যুক্ত থাকে, তিনি কখনোই সেসবের আকাঙ্ক্ষা করেননি। একজন নিবেদিতপ্রাণ স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কারাবরণ করেছিলেন এবং আজীবন শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে অবিচল থেকেছেন। সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চপদে আসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি এক অসাধারণ সরল ও বিনম্র জীবনযাপন বেছে নিয়েছিলেন।

জনজীবনের নানা কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থেকেও তিনি ক্ষমতার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন এবং কখনোই নিজের সততা বা আদর্শের সঙ্গে আপোষ করেননি। অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য সুপরিচিত নন্দা দেশের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কয়েকটি পদে দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও তাঁর পুরো জীবন ভাড়া বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

১৮৯৮ সালের ৪ জুলাই পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণকারী গুলজারি লাল নন্দা লাহোর, আগ্রা ও এলাহাবাদে তাঁর শিক্ষা লাভ করেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের দায়ে ১৯৩২ সালে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি আবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বোম্বে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বোম্বে সরকারের সংসদীয় সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে, বোম্বে সরকারের শ্রমমন্ত্রী (১৯৪৬-১৯৫০) হিসেবে তিনি রাজ্য বিধানসভায় সফলভাবে শ্রম বিরোধ বিল উত্থাপন ও প্রবর্তন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর, ১৯৬৪ সালের ২৭ মে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ১৩ দিন ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাসখন্দে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর, তিনি ১১ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সালে আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং আরও ১৩ দিন ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে সমাজসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি একজন চমৎকার লেখকও ছিলেন; একজন লেখক হিসেবে তিনি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৯৮ সালের ১৫ জানুয়ারি, প্রায় ১০০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর চিতাভস্ম যেন কুরুক্ষেত্রে রাখা হয়। তাঁর সেই ইচ্ছা অনুযায়ী, মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্ম গুলজারিলাল নন্দা স্মৃতিসৌধ-এ স্থাপন করা হয়। কুরুক্ষেত্র উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৯ সালের ৪ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী গুলজারিলাল নন্দা স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল. কে. আদবাণী এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. মুরলী মনোহর জোশীও উপস্থিত ছিলেন।

Narendra Modi
@narendramodi

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी हुकूमत के विरुद्ध अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया। उनका पूरा जीवन जनजातीय समाज के स्वाभिमान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा को समर्पित रहा। मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग करने की उनकी गाथा देश की हर पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का संचार करती रहेगी।

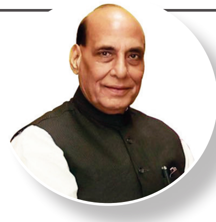

Rajnath Singh
@rajnathsingh

डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश, भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है। यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है। और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत कर रहा है।

Amit Shah
@AmitShah

मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-NCR को प्रदूषणमुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
पेट्रोल-डीजल चालित लगभग 2 लाख ट्रकों और 16 हजार बसों को चरणबद्ध तरीके से BS-4, इलेक्ट्रिक एवं CNG वाहनों में परिवर्तित करने की इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए ₹9,585 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय दिल्ली-NCR की वायु को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा तथा पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करके देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक पड़ाव पूर्ण करने पर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का सभी सदस्यों द्वारा अभिनंदन किया गया।

प्रधानमंत्री जी की देशसेवा की यह ऐतिहासिक उपलब्धि 145 करोड़ देशवासियों के उन पर विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। राष्ट्र निर्माण के लिए उनके मार्गदर्शन में और कार्यकुशल नेतृत्व में कार्य करना निरंतर प्रेरणादायी है।

Giriraj Singh
@girirajsinghbjp

PLI योजना के माध्यम से भारत का वस्त्र क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।
राउंड-3 के तहत 22 नई कंपनियों को मंजूरी मिलने से ₹2,339 करोड़ के निवेश, ₹15,561 करोड़ के संभावित कारोबार तथा 36,217 नए रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा।
बढ़ता निवेश, सशक्त उद्योग और रोजगार सृजन के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प निरंतर मजबूत हो रहा है।

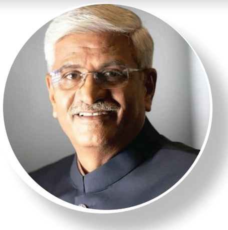

Gajendra Singh Shekhawat
@gssjodhpur

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों का जीवन बदला है। बीज से बाजार तक किसान खुशहाली का बदलाव देख रहे हैं।

पीएम-किसान से सीधे मदद, e-NAM से बड़े बाजार, सॉयल हेल्थ कार्ड और नई तकनीकों से खेती ज्यादा आसान और फायदेमंद बनी है। फसल बीमा और मत्स्य संपदा जैसी योजनाओं ने भी अन्नदाता को नई ताकत दी है।

PM: Will voice aspirations of Global South at G7 summit

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: At the G7 summit next week, India will not only speak for itself, but it will also give voice to the aspirations of the Global South, said PM Narendra Modi ahead of his departure to France where he will participate in the summit and also have bilateral engagements with French President Emmanual Macron. The PM will have bilateral meetings with US President Donald Trump and Canadian PM Mark Carney, along with other G7 leaders, on the margins.

After his meeting with Macron on Sunday in Nice, Modi will travel to Slovakia for the first ever visit by an Indian PM to the country since its independence in 1993 before returning to France for the Evian G7 summit on June 16-17.

"India's presence at the G7 reflects the trust our partners place in us and our growing global profile. This is the 8th consecutive G7 Summit to which India has been invited," said the PM, who will also participate in a special meeting on West Asia hosted by France on the sidelines of the summit. Leaders of Qatar, UAE and Egypt are also expected to attend the meeting.

Modi is expected to underscore India's concerns over the consequences of the West Asia conflict, including the energy crisis, for the Global South in his engagements while stressing the significance of freedom of navigation through the Strait of Hormuz. In an interview to **TOI** ahead of G7, French ambassador Thierry Mathou had signalled France's intent to have India's participation in a "defensive" coalition that would work with Iran to secure the Strait after the end of the conflict. Mathou had said that India's presence would send a powerful signal.

Ahead of his bilateral meeting with Macron, Modi said, "Earlier this year, President Macron visited India and we elevated our relationship to a Special Global Strategic Partnership... We will review the progress made since Feb, and chart the next steps in our cooperation.

File photo

PM Modi will participate in the G7 summit in France next week

World looking towards inclusive, human-centric technologies: PM

PRESS TRUST OF INDIA
Nice (France), June 14

India, France to double trade in next five years

4,399 days, not a personal feat: PM

At a meeting in New Delhi, NDA clears a resolution reaffirming faith in Modi's leadership

RAJESH KUMAR THAKUR @New Delhi

NARENDRA Modi on Wednesday became India's longest-serving democratically elected prime minister, completing 4,399 days in office and surpassing the record held by India's first prime minister, Jawaharlal Nehru. Marking the milestone, PM Modi said a resolution passed by NDA leaders in his honour was "not a personal achievement" but a reflection of the alliance's collective efforts. Emphasising the government's economic record, he said India had registered a growth rate of 7.7% in 2025-26 and 7.8% in the quarter ending March 31 despite a global slowdown.

Leaders of the NDA, meeting in New Delhi, passed a resolution reaffirming their faith in Modi's leadership. The resolution, moved by Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu and seconded by Nagaland CM Neiphiu Rio, received support from several leaders, including Jitan Ram Manjhi, H D Kumaraswamy, Eknath Shinde, Chirag Paswan, Jayant Chaudhary, Vishnu Deo Sai, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Anupriya Patel.

On the resolution, Modi said, "I don't view it as a personal achievement, but as a testament to your generosity and our collective efforts. From every perspective, this accomplishment belongs to all of us. Therefore, I dedicate this resolution to all NDA members, including dedicated BJP karyakartas."

NDA leaders described his leadership as embodying delivery, accountability and integrity. The resolution stated that the defining feature of the past 12 years had been the seamless integration of people-centric development, participatory democracy and performance-oriented governance.

Addressing the meeting, Modi said, "The nation is greater than any political party, and when we work with the spirit of 'Nation First' no decision is too difficult." He said the government had taken bold and thoughtful decisions on issues once considered impossible but necessary for the country.

The NDA highlighted what it described as Modi's governance model, characterising it as responsive to citizens, innovative in approach and transformative in impact, reflecting the spirit of 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas'. Reading out the resolution, Naidu said history's most enduring leaders are those who confront the challenges of their era and convert them into opportunities for national resurgence.

The alliance said India had emerged as a preferred global destination for investment, innovation and long-term growth. It cited reforms such as the implementation of the Goods and Services Tax and the repeal of obsolete laws to reduce compliance burdens and improve ease of living and ease of doing business. "As a result, India began to dream again and dream big. The spirit of enterprise found renewed energy," the resolution stated.

Modi said while the global economy continued to face difficulties, India had maintained strong growth. He pointed to measures aimed at supporting the middle class, noting that annual income up to ₹12 lakh had been made tax-free and that the country now benefited from a simple and faceless tax system. He said the government had also expanded opportunities for children from middle-class families.

Taking a swipe at previous governments, Modi said the NDA had ushered in a new era of hope after assuming office in 2014. He criticised the Congress for creating what he described as a "cycle of despair and an inferiority complex". The PM cited the abrogation of Article 370, peace initiatives in Northeast and India's response to terrorism via surgical strikes, and Operation Sindoor.

'Nation is greater than any political party'

The NDA resolution highlighted achievements in digital governance, including the success of UPI, women-led development, farmer welfare measures, transformation of border villages and efforts to strengthen cooperative federalism. Addressing the meeting, Modi said, "The nation is greater than any political party, and when we work with the spirit of 'Nation First' no decision is too difficult."

World leaders praise Modi for completing 12 yrs as Prime Minister

HT Correspondent
letters@hindstantimes.com

NEW DELHI: Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake was among the first world leaders to congratulate Prime Minister Narendra Modi for becoming India's longest-serving elected premier, saying the neighbouring country benefited from his personal intervention and support in challenging times.

In a message to Modi sent on June 8, Dissanayake said the milestone in Modi's political career is a testament to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy "have repeatedly placed in your leadership".

"Your vision of an economically dynamic India has inspired many beyond your borders, including in Sri Lanka," Dissanayake said. "We are especially grateful for India's steadfast friendship, and for your personal intervention and support during challenging times for Sri Lanka."

Over Modi's three terms in ... as vast, diverse and dynamic as India points to Modi's governance capabilities and delivery of tangible improvements in the lives of people. India has strengthened its position as one of the world's leading economies and has emerged as an increasingly influential voice in regional and global affairs," he said, adding that he looks forward to building on the unprecedented momentum in bilateral relations.

Modi received congratulations from other leaders for his advocacy for the Global South and vision of an inclusive and economically dynamic India. Papua New Guinea Prime Minister James Marape, in a video

Anura Kumara Dissanayake

States play vital role in taking nation's progress further: PM

Sejal Sharma

PM Narendra Modi in a group picture during the 11th meeting of the Governing Council of Niti Aayog on Thursday.

For Viksit Bharat, Next Decade Must Be One of Excellence, Not Just Achievement: Modi

NDA Resolution: The right leader at the right time at the right place... Modi ji is both our anchor and our innovator

Our Political Bureau

Our mantra has been 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas aur Sabka Prayas.' Sabka Prayas is the true energy behind building a developed India Now is the time for a new kind of healthy competition among states: PM MODI

TAKING ON CONGRESS

'Congress Growth Rate' was a reflection of the absence of effective governance, clear policy, genuine intent and decisive action: PM

রামসার অভয়ারণ্যের শতবর্ষ...

ভারতের ১০০তম রামসার সাইট
জয় প্রকাশ নারায়ণ পক্ষী অভয়ারণ্য

উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় অবস্থিত জয় প্রকাশ নারায়ণ পক্ষী অভয়ারণ্য ভারতের ১০০তম রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পক্ষী বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই অভয়ারণ্যটি সুরহা তাল নামেও পরিচিত। ১০০টি রামসার অভয়ারণ্যের এই মাইলফলককে পৌঁছানোয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এই অর্জন বিশ্ব মঞ্চে ভারতের নেতৃত্বের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই সংখ্যাটি শুধু একটি সংখ্যা নয় বরং সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতি ভারতের সংকল্পের এক কাহিনী...

রামসার সাইটগুলির কাহিনী

- ভারত ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে স্বাক্ষরিত ‘রামসার কনভেনশন’ –এর অন্যতম চুক্তিভুক্ত পক্ষ। ভারত ১৯৮২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী হয়।
- রামসার সাইটগুলি হল ‘রামসার কনভেনশন’-এর অধীনে স্বীকৃত জলাভূমি।
- যেখানে ৩১ বছরে (২০১৪ সাল পর্যন্ত) ভারতে ২৬টি রামসার সাইট মনোনীত করা হয়েছিল, সেখানে গত ১২ বছরে ৭৪টি নতুন সাইট যুক্ত হয়েছে।
- ইন্দোর এবং উদয়পুর ভারতের প্রথম রামসার জলাভূমি শহর (জানুয়ারি ২০২৫) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

রামসার সাইট ১২ বছরে চারগুণ বেড়েছে

২৬ — ২০১৪
১০০ — ২০২৬

> প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও জলাভূমি সুরক্ষায় ভারতের অটল অঙ্গীকার এই সাফল্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়ক
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 JULY 01-15, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: June 15, 2026 Pages: 42)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003